Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Chaitra 2, 1430 Bangla, March 16, 2024, Saturday, No. 76, 54th year

H I G H L I G H T S

AL GS says, the global turmoil is the reason for the increase in commodity prices. Adds, it is not possible to completely stop the extortion in transport sector. (VOA : 6, R. Today : 16)

Foreign Minister says, government is making efforts to free BD's flag ship MV Abdullah and its sailors, held hostage by pirates off the coast of Somalia, as soon as possible. (VOA : 7, R. Today : 15)

BNP SG says, as there is no rule of law and good governance in country, activists participating in democratic struggle are being deprived of justice. A totalitarian anarchy exists in the country. (R. Today : 15)

BNP leader R K Rizvi alleges, all kinds of programs are going on in the universities, but the iftar party is being attacked there. Adds, after failing to control market, govt let loose Chhatra League to break the iftar parties of devout Muslims. (R. Today : 16)

Bangladesh plans to open source coal mining in future to reduce energy crisis and import dependency. Experts believe, open coal mining will be disastrous for the country. (BBC: 3)

On the social media X handle (formerly Twitter), US Senator Durbin wrote, "In a meeting with Ambassador Imran, I called for an end to the harassment against Professor Yunus." (VOA : 7)

Proof of constant fraud in market is found in the analysis of 72,937 market surveillance data of consumer rights protection dept. Evidence of two or more crimes is found in its each raid. (Jago FM: 19)

Goods' price is constantly going out of control. Apart from relying on fish and meat, buyers are not able to bring relief on vegetables. (R. Today : 17)

DG of consumer rights protection dept. says, there is a flaw in market management. while changing hands, each party gains unethically and unfairly. Due to which market becomes volatile. (DW: 11)

On the occasion of the holy month of Ramadan, the Agriculture Marketing Department has fixed the prices of 29 daily commodities including fish and meat. (Jago FM : 20)

A Jamdani trader alleges that deshi jamdani industry is being destroyed due to Indian Jamdani. (Jago FM : 20-21)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর,
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ২, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ১৬, ২০২৪, শনিবার, নং- ৭৬, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, বৈশ্বিক টালমাটাল অবস্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ। পরিবহনের চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। (ভোয়া : ৬, রে. টুডে : ১৬)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, সোমালিয়ার উপকূলে জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ এবং এর নাবিকদের সুষ্ঠুভাবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মুক্ত করতে সরকারের প্রচেষ্টা চলছে। (ভোয়া : ৭, রে. টুডে : ১৫)

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বর্তমানে দেশে আইনের শাসন ও সুশাসন নেই বলেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণরত নেতাকর্মীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশে এক সর্বগ্রাসী অরাজকতা বিদ্যমান রয়েছে। (রে. টুডে : ১৫)

বিএনপি নেতা রিজভী অভিযোগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের অনুষ্ঠান, সভা চলমান রয়েছে অথচ সেখানে ইফতার মাহফিলে হামলা করা হচ্ছে। নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েই সরকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইফতার অনুষ্ঠান ভাঙার জন্য কর্মসূচিতে ছাত্রলীগকে দিয়ে লেলিয়ে দিয়েছে। (রে. টুডে :১৬)

ভবিষ্যতে জ্বালানি সংকট এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে বাংলাদেশের উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন দেশের জন্য সর্বনাশা হবে এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। (বিবিসি : ৩)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর ডারবিন লিখেন, “রাষ্ট্রদূত ইমরানের সঙ্গে বৈঠকে আমি প্রফেসর ইউনূসের বিরুদ্ধে হয়রানি বন্ধের আহবান জানিয়েছি।” (ভোয়া : ৭)

বাজারে যে অহরহ প্রতারণা হচ্ছে তার একটি প্রমাণ মেলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ৭২ হাজার ৯৩৭টি বাজার তদারকির তথ্য বিশ্লেষণে। প্রতিটি অভিযানে দুই বা ততোধিক অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যায়। (জাগো এফএম : ১৯)

দ্রব্যমূল্য যেন প্রতিনিয়তই লাগাম ছাড়াচ্ছে। মাছ-মাংসের ওপর ভরসা বাদ দিয়ে সবজিতেও স্বস্তি আনতে পারছে না ক্রেতারা। (রে. টুডে : ১৭)

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, বাজার ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি আছে। হাত বদলে প্রতিটি পক্ষই অহেতুক, অনৈতিকভাবে, অন্যায্যভাবে অনেক লাভ করে। যে কারণে বাজার অস্থির হয়ে যায়। (ডয়চে ভেলে : ১১)

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে মাছ-মাংসসহ ২৯টি নিত্যপণ্যের দাম বেঁধে দিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদফতর। (জাগো এফএম : ২০)

জুনায়েদ জামদানি তাঁতঘরের মালিক রুহুল আমিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘ইন্ডিয়ান জামদানির কারণে আমাদের বাজার নষ্ট হচ্ছে। তারা মেশিনের মাধ্যমে জামদানি বোনেন। যে কারণে তাদের খরচ কম হয়। তারা কম দামে বিক্রি করতে পারেন। যেটা আমরা পারি না। (জাগো এফএম : ২০-২১)

বিবিসি

বাংলাদেশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তোলার নতুন উদ্যোগ

ভবিষ্যতে জ্বালানি সংকট এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে নিজস্ব কয়লা উত্তোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ যেখানে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তোলারও পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয় যে প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের তিনটি খনির কয়লা উত্তোলনের ব্যাপারটি চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এখন পর্যন্ত পাঁচটি কয়লা খনি আবিস্কার হয়েছে। এসব খনিতে ৭ হাজার ৮২৩ মিলিয়ন টন কয়লার মজুদ আছে। জ্বালানি বিভাগের উপস্থাপনায় উঠে এসে এই কয়লার কুড়ি শতাংশ উত্তোলনযোগ্য যার পরিমাণ ১ হাজার ৫৬৪.৬ মিলিয়ন টন। এ পরিমাণ কয়লা ৪০.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমান জ্বালানি চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। জ্বালানি মন্ত্রণালয় থেকে বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে দেশের কয়লা খনিগুলোতে পরিচালিত বিভিন্ন সমীক্ষা ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি একটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করে অনুমোদন চাওয়া হবে। ওই প্রস্তাব বিচার বিশ্লেষণ করে উচ্চ পর্যায় থেকে যে সিদ্ধান্ত আসবে তার ভিত্তিতেই বাংলাদেশের কয়লা সম্পদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে। এ পর্যায়ে কয়লা উত্তোলনের অনুমোদন পাওয়া গেলে খনির কাজ শুরু করে আগামী তিন বছরের মাথায় কয়লা ওঠানো সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে আবিস্কৃত পাঁচটি কয়লা খনির মধ্যে একমাত্র বড়পুকুরিয়া থেকে কয়লা উত্তোলন করা হয়। ২০০5 সাল থেকে সেখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভূ-গর্ভস্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে ৪১০ মিলিয়ন টন কয়লার মজুদ রয়েছে। ২০২৭ সালের পর বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর কয়লা উত্তোলনের অনুমোদিত কোনো পরিকল্পনা নেই। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, কয়লা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত না হলে বড়পুকুরিয়ার কয়লা ভিত্তিক ৫শ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। “আমরা ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি করেছি। এই মুহূর্তে দীঘিপাড়া আমাদের প্রস্তুত, আমরা কাজ করতে পারি যদি উনি (প্রধানমন্ত্রী) আমাদেরকে বলেন। আমরা বড়পুকুরিয়ায় কাজ করতেছি। নতুন করে আমাদের করতে হবে। যদি আমরা না করি ওখানে আমাদের ৫শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে। আগামী দুই বছরের মাথায়। আমাদেরকে কয়লা উত্তোলন করতেই হবে সেখানে।”

এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের পাঁচটি কয়লা খনি নিয়ে অগ্রগতি এবং প্রস্তাবনা বিষয়ে জ্বালানি বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় প্রতিমন্ত্রীকে যে উপস্থাপনা দেয়া হয়েছে সেখানে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উত্তরাংশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা খনি করা যেতে পারে এমন সুপারিশ তুলে ধরা হয়। নসরুল হামিদ জানান, বড়পুকুরিয়া থেকে বর্তমানে দৈনিক তিন হাজার টন কয়লা উত্তোলন হয়। সেখানে আরো সম্ভাবনা আছে এবং দিনে আট থেকে নয় হাজার টন কয়লা উত্তোলন সম্ভব। “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময় চাইবো আমরা বিশেষভাবে। তাকে আমরা দেখাবো। উনি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে হয়তো দীঘিপাড়া এবং বড়পুকুরিয়া কাজটা আমরা শুরু করবো। বড়পুকুরিয়ায় দুটো প্রস্তাব আমাদের সেখানে। কিছু অংশ ওপেন পিট করতে হবে আর কিছু অংশ আন্ডারগ্রাউন্ড করতে হবে।” জ্বালানি সংকট এবং ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কয়লা নিয়ে জ্বালানি বিভাগের পরিকল্পনা হলো নতুন তিনটি কয়লা খনি ফুলবাড়ী, দীঘিপাড়া ও খালাশপীর থেকে কয়লা উত্তোলন করা। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বিবিসি বাংলাকে জানান, এই তিনটির মধ্যে ফুলবাড়ী ওপেন পিট করা যেতে পারে আর বাকি দুইটা আন্ডারগ্রাউন্ড। আমরা ফিজিবিলিটি স্টাডি করে রাখছি ফুলবাড়ি এবং দিঘীপাড়া। এবং খালাশপীরেও প্রিফিজিবিলিটি স্টাডি করা আছে।

ফুলবাড়ি এবং বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উত্তরাংশে উন্মুক্ত কয়লা খনির যে প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে সে বিষয়ে নসরুল হামিদ বলেন, “বিষয়টা হলো ওখানে কৃষকের জমি, পানির যে ব্যবস্থা এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটা বক্তব্য আছে। উনি অনেক আগে আমাদেরকে বলছেন যে কৃষকের জমির ন্যায্য বিষয়টা দেখতে হবে। সার্বিকভাবে পানির ব্যবস্থাটা ঠিকমতো করতে হবে। সেখানে যদি সমাধান করা যায় তাহলেই কয়লা উত্তোলন করা যাবে তারা আগে না। আমরা সেই কাজটা এখন করছি। আমরা যদি দেখতে পাই একটা ভালো সল্যুশন হয়েছে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাব, উনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ, কয়লা উত্তোলন করা যেতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সেখানকার জনগণ যারা আছেন তাদের সকলের মতামতের ভিত্তিতে আমরা এ জায়গায় মাইনিং করবো।” কয়লা উত্তোলনে প্রধানত দুটি পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। একটি হলো ওপেন পিট মাইনিং বা উন্মুক্ত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে খনি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ কয়লা তোলা যায়। দিনাজপুরের ফুলবাড়ী কয়লা খনি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সুপারিশ রয়েছে এশিয়া এনার্জি নামক একটি কোম্পানির (বর্তমানে জিসিএম)। ফুলবাড়িতে চব্বিশ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে মাটির ১৪১-২৭০ মিটার গভীরে ৫৭২ মিলিয়ন টন কয়লার মজুদ আছে।

কয়লা উত্তোলনের আরেকটি প্রচলিত পন্থা হলো ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সুড়ঙ্গ করে খনির গভীর থেকে কয়লা ওঠানো হয়। এটি অনুসরণ করেই বাংলাদেশের বড় পুকুরিয়া খনি থেকে কয়লা উত্তোলন হচ্ছে। এই দুই পদ্ধতির বাইরে কোল বেড মিথেন এবং আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশন পদ্ধতিতে কয়লা থেকে জ্বালানি সম্পদ আহরণের প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশে জামালগঞ্জ কয়লা খনিতে কোল গ্যাসিফিকেশন পদ্ধতি কাজ করে কিনা সেটি সমীক্ষা করার

প্রস্তাব রয়েছে। বাংলাদেশের কয়লা তোলার জন্য জ্বালানি বিভাগ উন্মুক্ত খননের যে প্রস্তাব নিয়ে এগুচ্ছে সেটি নিয়ে ব্যাপক বিরোধিতা এবং বিতর্ক আছে। ২০০৬ সালে বিএনপি সরকারের আমলে ফুলবাড়ি উন্মুক্ত কয়লা খনির বিরুদ্ধে বড় আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলন দমন করতে পুলিশের গুলিতে মানুষ জীবন দেয়। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বিষয়টি একটি স্পর্শকাতর ইস্যু। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন দেশের জন্য সর্বনাশা হবে এমনটাই মনে করে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ এবং বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। সংগঠনের সাবেক সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ বলেন দেশের ফসলি জমি, জনবসতি এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আছে বলেই বাংলাদেশে উন্মুক্ত কয়লা খনি সম্ভব নয়। "সেটা করতে গিয়ে যে ঘটনাগুলো ঘটবে, পানি সম্পদ, আবাদি জমি এবং অন্যান্য, আগের বিশেষজ্ঞ কমিটি বলেছে এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। এবং এটা যদি সম্ভব হতো তাহলে অস্ট্রেলিয়ার বিএইচপি পৃথিবীর সবচে নামি কোম্পানি তারা এখান থেকে চলে যেত না চুক্তি ত্যাগ করে। এটাতো লাভজনক জিনিস। তারা চলে গেছে এই কারণে যে এটা এমন ধরনের ম্যাসাকার হবে, এমন ধরনের ডিজাস্টার হবে যে এটা তারা সামাল দিতে পারবে না। সামগ্রিক বিবেচনায় বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কয়লা তোলার উন্মুক্ত খনন পদ্ধতির দিকে সরকার যদি অগ্রসর হয় বাংলাদেশ একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে যাবে।" আনু মুহাম্মদ বলেন, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মাথার মধ্যে যদি থাকতো জাতীয় স্বার্থ, আমাদের ভবিষ্যতের বিষয় এবং আমাদের জনগণের নিরাপত্তা এবং আমাদের পানি সম্পদের গুরুত্ব তাহলে তাদের এ ধরনের চিন্তাভাবনাই আসতো না। সরকার দেশি এবং বিদেশি কোম্পানিকে সুবিধা দিতে গিয়ে সর্বনাশা পথে অগ্রসর হয়েছে। কয়লা ভিত্তিক মেগা প্রকল্পগুলো করেছে। এখন সংকট হয়েছে আমদানির, এটা সমাধান করতে গিয়ে আরেকটি সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

"এত ঘনজনবসতি এবং এত প্রাণ বৈচিত্র এবং এত পানিসম্পদ সমৃদ্ধ কোনো অঞ্চলে উন্মুক্ত কয়লা খনি এগুলো অভিজ্ঞতা পৃথিবীর কোথাও নাই। অস্ট্রেলিয়া যদি দেখেন, চীন বা ভারত যেখানে দেখেন, এ ধরনের জনবসতির মধ্যে কয়লা খনির অভিজ্ঞতা পৃথিবীর কোথাও নাই। সেখানে বাংলাদেশের দেশ পরিচালনা যারা করছে সাধারণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাইতো তারা পারে না। সেখানেই তারা পুরোপুরি ব্যর্থ। এছাড়া রামপালের কথা আমরা শুনেছিলাম যে তারা আল্ট্রা সুপার টেকনোলজি ব্যবহার করবে কোনো ক্ষতি হবে না। এখন যখন শুরু হয়েছে, আমরা কয়মাস পরে পরে দেখছি সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো তাদের কথার তো কোনো ঠিক নাই। এরকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুরো দেশকে জিম্মি করা এটাতো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশে কয়লার ব্যবহার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সরকারের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে কয়লা থেকে ১০-১১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ কয়লা আমদানি করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশকে প্রতিবছর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হবে। বর্তমান কয়লার আন্তর্জাতিক বাজার দর হিসেবে সেটি ছয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও ধারণা করা হয়।

এ পরিস্থিতিতে দেশীয় কয়লা উত্তোলনের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন দেখেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের অধ্যাপক ড. ম তামিম বলেন উন্মুক্ত পদ্ধতি নিয়ে সবচে বড় সমস্যা ভূ-অভ্যন্তরের পানি ব্যবস্থাপনা। "প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে যে কয়লার উপরের স্তরে যে পানির স্তরটা আছে। সেটা আমরা কীভাবে ট্যাকল করবো। সেটার একটা প্রস্তাবনা কোম্পানি দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে কিছু পানি সেচ ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হবে। বরেন্দ্র এলাকায় প্রচুর পানি সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেগুলো বন্ধ করে এটার পানি দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করবো। আরেকটা বলা হয়েছে যে কিছু পানি আমরা উঠিয়ে পিছনে আরেকটি কূপ করে সেই পানি আমরা একিউফারে ফেলে দিব। কিছু পানি নদীর নাব্যতার জন্য নদীতে দেয়া হবে। এইভাবে একটা ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনা দেয়া হয়েছিল। সেটা কতখানি কারিগরিভাবে সম্ভব, যদিও তারা বলেছে সম্ভব, আমরা পরীক্ষা করি নাই।" বাংলাদেশে উন্মুক্ত কয়লা খনির বিরোধিতার প্রধান কারণ কৃষি জমি ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হবে সেই আশঙ্কা। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম তামিম মনে করেন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলে নিরপেক্ষ সমীক্ষা প্রয়োজন। "আমি মনে করি আমাদের এই পুরো কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থাপনাটা ভালোভাবে তৃতীয় কোনো পক্ষ দিয়ে, যার কোনো স্বার্থ নাই, বাংলাদেশের এরকম কাউকে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। তারা যদি বলে যে না এটার ঝুঁকি সীমিত আকারে এবং এর ঝুঁকি সামলানো সম্ভব হবে, কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আর যদি বলে মারাত্মক অতিরিক্ত ঝুঁকি, এই ঝুঁকি নেয়া যাবে না তাহলে আমরা দেশীয় কয়লা উত্তোলনের চিন্তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারি। আমার কথা হলো দেয়ার হ্যাজ টু বি অ্যান অনেস্ট এগজামিনেশন অফ দ্য প্রোপোজাল। ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জকে ভয় পেলে চলবে না। পৃথিবীর কোনো বড় প্রজেক্ট, মেগা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ ছাড়া হয়নি।" বাংলাদেশের জনবসতি কৃষিজমি, পরিবেশের বিবেচনায় দেশের কয়লা উত্তোলন করা বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বিষয়ে ব্যাপক বিরোধিতা আছে। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, আমি মনে করি কয়লাটা ব্যবহার করে ফেলা উচিৎ। কিন্তু বিষয়টা হলো চ্যালেঞ্জ যেটা আছে সেটা মোকাবেলা করেই করতে হবে। "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য হলো সর্বপ্রথম দেখতে হবে হলো পরিবেশের বিষয়টা। ওখানকার কোনো পরিবর্তন আসবে কি না এ ধরনের মাইনিংয়ে। ওখানকার জনগণের অবস্থাটা কী হবে। খাদ্যের যে পরিমাণ ঘাটতি হবে সেটাকে আমরা কীভাবে পূরণ করবো। এই চ্যালেঞ্জগুলো সামনে যদি আমরা মিটিগেট না করতে পারি তাহলে আমরা কয়লা

উত্তোলন করবো না। দরকার হলে আমরা যেভাবে ইমপোর্ট করছি সেভাবে ইমপোর্ট করবো। দেশের মানুষের, দেশের জনগণের, দেশের অবস্থা, দেশের আবহাওয়াকে নষ্ট করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোনো কাজ করবেন না।” (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৫.০৩.২০২৪ রিহাব)

গরুর মাংসের কেজি ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা, দামের এতো তফাত যত কারণে

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে গরুর মাংসের দর বেঁধে দেয়া হয়েছিল ৬৫০ টাকা। নির্বাচনের পর ঢাকায় কোথাও সেই মাংস বিক্রি হয় ৫৯৫ টাকা, কোথাও ৭০০ থেকে ৮০০। একই পণ্যের দামে এতো ফারাক কীভাবে হয়? তাহলে কি যারা কম দামে বিক্রি করছেন, তারা লোকসান দিয়ে ব্যবসা করছেন? নাকি অন্যরা বেশি লাভ করছেন? শুক্রবার সকালে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার বাজার ঘুরে দেখা যায়, বেশিরভাগ জায়গাতেই ৭৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস। মোহাম্মদপুর টাউনহল মার্কেট, মহাখালী কাঁচা বাজার, হাতিরপুল কাঁচা বাজার ও বনানী কাঁচা বাজারে এই দাম দেখা গেছে। কোথাও কোথাও বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকা। যেমন পলাশী বাজারে বেশ কিছুদিন ধরেই এই দাম চলছে। পরিমাণে বেশি নিলে উভয়ক্ষেত্রেই কেজিতে ১০-২০ টাকা ছাড় মিলছে। অন্যদিকে, ৫৯৫ টাকায় মাংস বিক্রি করছেন বাংলাদেশ মাংস ব্যবসায়ী সমিতিভুক্ত কিছু ব্যবসায়ী। খিলগাঁও, রায়ের বাজার, মিরপুর ১১ নম্বর সেকশন, বংশাল, মৌলভীবাজার, কামরাঙ্গীরচরসহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে জনা পঞ্চাশেক ব্যবসায়ী আছেন যারা এই দামে ক্রেতাদের হাতে মাংস তুলে দিচ্ছেন। ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবিউল আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন, কমদামে যারা বিক্রি করছেন তারাই বেশি লাভবান হচ্ছেন। কিন্তু কীভাবে? দামের ফারাকের নেপথ্যেই বা কী কারণ জড়িয়ে আছে? পলাশী বাজারে দীর্ঘদিন ধরে মাংস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আনোয়ার হোসেন। তার দাবি, অনেক জায়গায় সাত-আট মণ পর্যন্ত ওজনের গরু জবাই করা হলেও, পলাশী বাজারে আড়াই মণের বেশি ওজনের গরু আনা হয় না। ফলে মাংসের গুণগত মান ভালো থাকে। তাছাড়া, জবাইয়ের আগে পশু চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়, বলছেন তিনি। “পণ্যের মান বজায় রাখতে গিয়ে দাম অন্য জায়গার চেয়ে বেশি পড়ে যায়।” ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ নিজেরা জবাই না করে, কেজি দরে মাংস কিনে এনে বিক্রি করে থাকেন। এতে নিজেদের লাভ রাখতে দাম বেশি ধরতে হয় তাদের। গত বছরের শেষের দিকে ৫৯৫ টাকায় গরুর মাংস বিক্রি করে ব্যাপক আলোচিত হন ঢাকার শাহজাহানপুরের ব্যবসায়ী মো. খলিল। এবার রমজানের শুরু থেকে তিনিসহ সমমনা অর্ধশত ব্যবসায়ী একই ন্যূনতম দামে বিক্রি করছেন। এই ব্যবসায়ীরা দাবি করছেন, মাংস বিক্রিতে 'তেমন লাভ' করেন না। তাদের লভ্যাংশ আসে গরুর নাড়ি-ভুড়ি, চর্বি, শিং ইত্যাদি বিক্রি করে। “দেখা গেল, প্রতিটার গোশতে পাঁচ হাজার টাকা লস, কিন্তু নাড়িভুঁড়িতে আয় ২০ হাজার,” বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। তারা বলছেন, সাধারণ কৃষকের কাছ থেকে পশু সংগ্রহ করেন বলে 'ভালো মান এবং স্বল্প মূল্যের' কারণে ক্রেতাদের ভিড় এবং বিক্রি অনেক বেশি হয় এসব দোকানে। অন্যদিকে, যারা সাতশ বা আটশ টাকা নিচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যবসার হার এক নয় ফলে, তাদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন এই ব্যবসায়ী নেতা। বাংলাদেশ মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবিউল আলম বলেন, নীতিনির্ধারক হিসেবে সরকার যখন মাংসের দাম উন্মুক্ত করে রাখে তখন একটা পক্ষ সিন্ডিকেট করে জনগণের টাকা লুট করে। “সিন্ডিকেট কোনো অবস্থায় মাংসের দাম কমতে দিতে চায় না।” তারা কীভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তারও একটা ধারণা দিলেন মি. আলম। “গরুর দাম কমে গেলে, মার্কেট থেকে প্রত্যেক খামার ২০০/৪০০ করে গরু কিনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে।” কোরবানির সময় মোটা তাজা করা গরুর যাতে দাম না কমে যায় সেজন্য আগে থেকেই দাম ধরে রাখার এই চেষ্টা করা হয় বলে দাবি তার। মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেটের বিক্রেতা মো. সুমন বলেন, সরকার হাট বাজারে রেট বেঁধে দিলে দামের হেরফের কম হতো। “তাহলে, কম দামে কিনতে পারি। কম দামে বেচতেও পারি।”

ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, গরুর মাংসের একটা যৌক্তিক দাম থাকা দরকার। তবে, দাম বেঁধে দেয়ার পর সরবরাহ পরিস্থিতি ভালো থাকাও জরুরি। না হলে সেই দাম কার্যকর হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, “সরবরাহ ভালো থাকলে ওই তালিকার চেয়েও কমেও বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা।” মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে স্বল্পমূল্যে গরু-মুরগির মাংস ও ডিম বিক্রি করা হচ্ছে রাজধানীর ৩০ টি পয়েন্টে। খামারাবাড়ি মোড়ে অধিদপ্তরের কাভার্ড-ভ্যানের পেছনে দীর্ঘ লাইন দেখা যায় শুক্রবার সকালে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পরিচালক মো জসিমউদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, ৬০০ টাকা কেজি দরে বিক্রির জন্য ১৫০ কেজি মাংস নিয়ে এসেছেন তারা। আগারগাঁও থেকে আসা একজন জানালেন, বাজারের দামে অতিষ্ঠ হয়ে এখানে এসেছেন। মানুষের চাহিদার তুলনায় ভ্যানের যোগান অপ্রতুল বলে মন্তব্য তার। ব্যবসায়ী সমিতির নেতা রবিউল আলমের মতে, পশুপালনের জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ নিলে ভর্তুকি দিয়ে বিক্রি করতে হতো না। এমনকি ৫০০ বা তার কমেও মাংস বিক্রি সম্ভব হতো। ২০১৯ রোজার মাসের জন্য ঢাকা দক্ষিণের সিটি কর্পোরেশন গরুর মাংসের দাম কেজি প্রতি যথাক্রমে ৫২৫ টাকায় বেঁধে দেয়। দুই হাজার একুশ সালের একই সময়ে গরুর মাংস কেজিপ্রতি দাম ছিল ৫৬০ থেকে ৬০০ টাকা। দুই হাজার বাইশ সালে গরুর মাংস প্রতি কেজি সর্বোচ্চ ৬৫০ থেকে ৭০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি'র বাজার দর অনুযায়ী, ২০২৩ সালে গরুর মাংসের প্রতি কেজি ৭২০ থেকে ৭৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৫.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

'পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ হবে না': ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে, পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ হবে না। শুক্রবার (১৫ মার্চ) সকালে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের। "দীর্ঘদিন ধরে পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি চলছে। এটি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে;" যোগ করেন সড়ক পরিবহনমন্ত্রী। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের জানান, বাজারে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, "আমরা কাজ করছি এবং ফলাফল একদিন আসবে।"

বিএনপি সম্পর্কে ওবায়দুল কাদের বলেন যে, দলটি অল্প সময়ের মধ্যে সরকার পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছে। "নির্বাচন ছাড়া সরকার পরিবর্তনের বিকল্প নেই;" উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। "সুতরাং, তারা (বিএনপি) যদি সরকার পরিবর্তন করতে চায়, তবে তাদের আরেকটি নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে;" ওবায়দুল কাদের যোগ করেন। বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। আরো বলেন, "বিএনপির আন্দোলনে জনগণের কোনো আগ্রহ নেই। শেখ হাসিনার ওপর মানুষ খুশি।"

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাজা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে কি না; এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, "আমি মনে করি না বিষয়টি দুই দেশের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০৩.২০২৪ নারগীস)

'সরকার জনগণের কাছে সিন্ডিকেট ও লুটেরা হিসেবে পরিচিত': রুহুল কবির রিজভী

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের কাছে সিন্ডিকেট ও লুটেরা হিসেবে পরিচিত বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শুক্রবার (১৫ মার্চ) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি। "নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে আওয়ামী লীগ ইফতার আয়োজনের ওপর হামলা চালিয়েছে;" রিজভী আরো বলেন। মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাদের সংস্কৃতিকে দুর্বল করে এবং আলেম-ওলামা (ইসলামী পণ্ডিত) সম্প্রদায়কে দমন করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে বলে উল্লেখ করেন রুহুল কবির রিজভী। তিনি দাবি করেন, "তারা তাদের প্রভুকে খুশি করার জন্য এটা করে।"

রিজভী বলেন, ইফতার ছাড়া সব ধরনের অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। "কিন্তু ইফতার আয়োজকরা আওয়ামী লীগের হামলার শিকার হয়েছেন। এটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ;" বলেন রিজভী। মুসলমানরা যখন কোনো অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে চায়, তখন কাদের ও তার দলের নেতারা কেনো লজ্জিত হন- এমন প্রশ্ন করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব। রিজভী অভিযোগ করেন, "কখনো আওয়ামী লীগ তাদের স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করে, আবার কখনো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তিনি আরো বলেন, "দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ তাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ হারাতে যাচ্ছে, কারণ তারা ইতোমধ্যেই তাদের ভোটাধিকার হারিয়েছে।" "ডামি আওয়ামী লীগ সরকার গরিব মানুষের কণ্ঠস্বরকে ন্যূনতম পাত্তা দেয় না;" যোগ করেন রিজভী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের রমজানে ক্ষুধার্ত মানুষের 'এসওএস বার্তা' শুনতে পাচ্ছেন না বলে দাবি করেন তিনি। রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগ দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ বেছে নিয়েছে। তাদের এক সাবেক মন্ত্রীর লন্ডনে ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডের ৩৫০টির বেশি সম্পদ রয়েছে। এছাড়া তারা দুবাই, কুয়ালালামপুর, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় অর্থ পাচার করেছে।

রিজভী অভিযোগ করেন যে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের একমাত্র এজেন্ডা হচ্ছে বিএনপিকে রাজনীতি থেকে নিশ্চিহ্ন করা। তিনি বলেন, এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে দিচ্ছেন না, পাশাপাশি তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। কয়েকটি গণমাধ্যম ভালো-মন্দের জ্ঞান হারিয়েছে বলে উল্লেখ করেন রুহুল কবির রিজভী। বলেন, "সুষ্ঠু তদন্ত ও ফ্যাক্ট চেক ছাড়া শুধু শেখ হাসিনাকে খুশি করার জন্য তারা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করাকে অভ্যাসে পরিণত করেছে।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০৩.২০২৪ নারগীস)

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পদকের জন্য মনোনীত হলেন ১০ বিশিষ্ট নাগরিক

এ বছর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন ১০ বিশিষ্ট নাগরিক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই পদক দেয়া হয়। বৃহস্পতিবার (১৪ মার্চ) প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে মনোনীত ব্যক্তিদের নাম জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কাজী আবদুস সাত্তার, মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক (মরণোত্তর) এবং মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আবু নাঈম মোহাম্মদ নজিব উদ্দিন খান (খুররম) (মরণোত্তর) এ পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অবদানের জন্য ড. মোবারক আহমেদ খান

স্বাধীনতা পদক পাচ্ছেন ।চিকিৎসা শাস্ত্রে অবদানের জন্য সম্মাননা পাচ্ছেন ডা. হরিশংকর দাস। সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ফিরোজা খাতুন এবারের পদক পাচ্ছেন।

পাবলিক সার্ভিস ক্যাটাগরিতে, অরণ্য চিরণ, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. মোল্লা ওবায়দুল বাকী ও এস এম আব্রাহাম লিংকন স্বাধীনতা পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন। দেশের জন্য গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গত বছর ৯ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতি বছর বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তাদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্বাধীনতা পদক দেয়া হচ্ছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০৩.২০২৪ নারগীস)

‘জিম্মি জাহাজ ও নাবিকদের মুক্ত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে’: পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

সোমালিয়ার উপকূলে জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ ও জাহাজটির নাবিকদের সুস্থভাবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মুক্ত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শুক্রবার (১৫ মার্চ) সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায়, প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতাদের স্মরণ সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

জাহাজ ও নাবিকদের উদ্ধারে সরকার কী উদ্যোগ নিয়েছে জানতে চাইলে হাছান মাহমুদ বলেন, “আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। বৃহস্পতিবার (১৪ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হয়েছে, জাহাজ এবং নাবিকদের সুস্থভাবে মুক্ত করার জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।” কোন প্রক্রিয়ায় কাজ চলছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার বিষয় নয় বলে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, “আমাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে নাবিক ও জাহাজ মুক্ত করা।” একই কোম্পানির আরেকটি জাহাজ ২০১০ সালে অপহরণ হয়েছিলো বলে জানান হাছান মাহমুদ। “সেটিকে মুক্ত করতে ১০০ দিন সময় লেগেছিলো। আমাদের প্রচেষ্টার কোনো কমতি নেই। আমরা নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি;” যোগ করেন তিনি। হাছান মাহমুদ আরো বলেন, “ইনশাল্লাহ আমরা আশা করছি অতীতের মতো এবারো সুষ্ঠুভাবে জাহাজ ও নাবিকদের উদ্ধার করতে পারবো।”

মিয়ানমারে বিশৃঙ্খলার কারণে আবারো ১৪৯ জন বিজিপি সৈন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “এর আগেও মিয়ানমারের এ ধরনের কিছু নাগরিক আমাদের দেশে এসেছিল, আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের যেভাবে ফেরত পাঠিয়েছি, এবারো একই প্রক্রিয়ায় ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে কাজ করছি।” (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০৩.২০২৪ নারগীস)

প্রফেসর ইউনূসের বিরুদ্ধে হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন সেনেটর ডিক ডারবিন

যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর ডিক ডারবিন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেনেটর ডারবিন বলেন, “বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে মূল্য দেয় যুক্তরাষ্ট্র এবং আমি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তায় বাংলাদেশের প্রশংসা করি।” কিন্তু আপাতদৃষ্টে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা অবসানের ব্যর্থতা দুই দেশের অংশীদারিত্বে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে; যোগ করেন সেনেটর ডারবিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) সেনেটর ডারবিন লিখেন, “রাষ্ট্রদূত ইমরানের সঙ্গে বৈঠকে আমি প্রফেসর ইউনূসের বিরুদ্ধে হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছি।”

এদিকে, গত ১১ মার্চ ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রসঙ্গে কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। সংবাদ সম্মেলনে নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও পিটার হাসের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে মন্তব্য করেছেন। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী। তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। আপনি জানেন, বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিকভাবে ড. ইউনূসকে হয়রানি করছে। কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সমালোচনা বাড়ছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, “আপনারা এর আগেও মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলাগুলো নিয়ে আমার কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্বেগের কথা শুনেছেন, যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের আইনের অপব্যবহার করে ড. ইউনূসকে হয়রানি ও ভয়ভীতি দেখানো হতে পারে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে, রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তার ক্ষমতার ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করেন।”

এ বছরের ১ জানুয়ারি ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি ধারায় ছয় মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করে রায় দেয় ঢাকার একটি শ্রম আদালত। আরেকটি ধারায়, তাদের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এই মামলা দায়ের করেছিলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। দণ্ডাদেশ ঘোষণার পর ড. ইউনূসের আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। আদালত আবেদন মঞ্জুর করলে কারাগারে যেতে হয়নি ড. ইউনূসকে। রায়ের পর প্রতিক্রিয়ায় আদালতে সাংবাদিকদের ড. ইউনূস বলেছিলেন, “যে অপরাধ করিনি, সেই অপরাধর জন্য শাস্তি পেলাম।”

এই মামলা ছাড়াও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা মামলাও রয়েছে। এই মামলাকে হয়রানিমূলক বলে উল্লেখ করেন ড. ইউনূসের পক্ষের আইনজীবীরা।

এদিকে, শ্রম আদালতের দেয়া ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় চ্যালেঞ্জ করে ২৮ জানুয়ারি (রবিবার) শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস । বিস্তারিত শুনানির জন্য আদালত আপিল গ্রহণ করে এবং আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দেয়। ড. ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, "প্রাথমিক শুনানির পর, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিল আবেদনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে এবং এ মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের নথি তলব করেছে।"

অন্যদিকে, বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে সরকার মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না। ১ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

আনিসুল হক বলেন, "ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি করার জন্য সরকার কিছু করছে না। তার বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না। যে মামলা হয়েছে, সেটা শ্রমিকরা করেছিলো, তারপর শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর তার বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছে। আমি কেবল বলবো, দেশ আমাদের সবার। নির্বাহী, আইনসভা কিংবা বিচার বিভাগ সব বিষয়ে দেশের অর্জনই দেশের মানুষের।" আনিসুল হক আরো বলেন, "অকাট্য প্রমাণ থাকার পরও বিদেশে ছড়ানো হচ্ছে; তার (ড. ইউনূস) বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা। আরো বলা হচ্ছে, আমরা তাকে হয়রানির জন্য এটা করছি।"

এ ছাড়া, সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার বিচার অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে চলছে। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের বিচার বিভাগ অত্যন্ত স্বচ্ছ। অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচার চলছে।" তিনি আরও বলেন, "তার জামিন পাওয়ার বিষয়টিই প্রমাণ করে বিচার অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে চলছে।" হাছান মাহমুদ বলেন, ড. ইউনূসের সংগঠনের বঞ্চিত কর্মীরা তার বিরুদ্ধে মামলাগুলো দায়ের করেছে, সরকার এতে কোনো পক্ষ নয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

পরলোকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর, ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক গোলাম আরিফ টিপু মারা গেছেন। শুক্রবার (১৫ মার্চ) সকাল ৮টা ২০ মিনিটে মারা যান তিনি। মৃত্যুকাল তার বয়স হয়েছিলো ৯৩ বছর। গোলাম আরিফ টিপু বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। তিনি জানান, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ছয়দিন আগে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি হন গোলাম আরিফ টিপু। ভাষাসংগ্রামী গোলাম আরিফ টিপুর মরদেহ শুক্রবার সকালেই হাসপাতাল থেকে তার বেইলি রোডের বাসায় নেয়া হয়। পরে তার প্রতি নাগরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৩১ সালের ২৮ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কমলাকান্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন গোলাম আরিফ টিপু। তার বাবা আফতাব উদ্দিন আহমদ ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রার। ৯ ভাইবোনের মধ্যে টিপু দ্বিতীয়। গোলাম আরিফ টিপু কালিয়াচর বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে মাধ্যমিক ও রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৫০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। একই কলেজ থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি আইনজীবী, মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখায় ২০19 সালে তিনি রাষ্ট্রীয় একুশে পদকে ভূষিত ভূষিত হন।

গোলাম আরিফ ১৯৫৮ সালে একজন আইনজীবী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলাদেশের অন্যতম আলোচিত নিহার বানু হত্যা মামলায় তিনি বিবাদী পক্ষের আইনজীবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি একাধিকবার রাজশাহী আইনজীবী সমিতির সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

গোলাম আরিফ টিপুর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, ভাষাসৈনিক, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর, একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট আইনজীবী গোলাম আরিফ টিপুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার (১৫ মার্চ) বিকেলে পৃথক শোকবার্তায় তারা গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, গোলাম আরিফ টিপুর মৃত্যু দেশের আইন অঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তার অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। রাষ্ট্রপতি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

এদিকে গোলাম আরিফ টিপুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোকবার্তায় শেখ হাসিনা গোলাম আরিফ টিপুর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও গুণগ্রাহীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এছাড়া, গোলাম আরিফ টিপুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি গোলাম আরিফ টিপুর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপুর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। প্রয়াত গোলাম আরিফ টিপুর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তিনি। হাছান মাহমুদ তার শোকবার্তায় বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মহান মুক্তিযুদ্ধের এই প্রয়াত সংগঠক, একুশে পদকপ্রাপ্ত ভাষা সৈনিক, প্রাজ্ঞ আইনজীবী গোলাম আরিফ টিপুর অবদান দেশের ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

রেডিও তেহরান

নির্বাচন ছাড়া সরকার পরিবর্তন নয় : কাদের ; লুটপাটে মেতেছে সরকার : রিজভী

বাংলাদেশে নির্বাচন ছাড়া সরকার পরিবর্তনের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এদিকে, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ৭ জানুয়ারি ডামি নির্বাচনের পর রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে সরকার সিন্ডিকেট আর লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আরো রয়েছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি বাদশা রহমানের প্রতিবেদনে :

নির্বাচন ছাড়া সরকার পরিবর্তনের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার দুপুরে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। সরকার পরিবর্তন চাইলে আরেকটি নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকার পরিবর্তনের দিবাস্বপ্নে নিয়মিত অবাস্তব কথার বুলি ওড়ায় বিএনপি। তিনি বলেন, বিএনপি কর্মীরা নেতাদের ডাকে আন্দোলন করবে, সেই সক্ষমতা এখন তারা হারিয়ে ফেলেছে, (স্বকণ্ঠে): "বিএনপি কর্মীরা এখন নেতাদের ডাকে একটা আন্দোলন করবে সেই অবস্থায় নেই। এক কথায় বলবো বিএনপি এখন আন্দোলন করার সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে।"

এদিকে, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী দাবি করেছেন, ৭ জানুয়ারি ডামি নির্বাচনের পর রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে সরকার সিন্ডিকেট আর লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুক্রবার দুপুরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তি মন্তব্য করেন, (স্বকণ্ঠে): "তারা দেশ ও দেশের জনগণকে মহাসঙ্কটে ফেলে একটি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করছে। সেটি হলো বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করা। এখন যে দ্রব্যমূল্যের যে হু হু করে দাম বাড়ছে নিম্নআয়ের মানুষ একেবারে রাস্তার মধ্যে ধুলার মধ্যে মিশে গেছে।"

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান, নারগীস)

রমজানের প্রথম ছুটির নিত্যপণ্যের বাজারে ক্রেতা খানিক কম, তবে বাড়তি দামেই চলছে বিক্রি

বাংলাদেশে প্রথম রোজার ছুটিতে নিত্যপণ্যের বাজারে ক্রেতা খানিক কম হলেও তাতে থেমে নেই বিক্রেতাদের দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতা। সপ্তাহ ব্যবধানে আবারও অস্থির নিত্যপণ্যের বাজার। এ সম্পর্কে প্রতিবেদন করেছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা:

রমজান শুরুর পর প্রথম ছুটির দিন আজ শুক্রবার। সকালের দিকে বাজারে ক্রেতা উপস্থিতি অন্যান্য শুক্রবারের তুলনায় খানিকটা কমই ছিল। তাতেও থেমে নেই বিক্রেতাদের দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতা। এতে সপ্তাহ ব্যবধানে আবারও একরকম অস্থির নিত্যপণ্যের বাজার। রাজধানী ঢাকার কারওয়ান বাজার ও হাতিরপুলসহ বেশ কয়েকটি কাঁচাবাজার ঘুরে এমন চিত্রই দেখা যায়। বিক্রেতারা জানান, বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি এখন কম। তাছাড়া পণ্যের সরবরাহেও কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। এতে দাম এখন চড়া। এদিকে, রমজান শুরুর আগেই অস্থির হয়ে উঠেছিল নিত্যপণ্যের বাজার। সেই রেশ এখনো কাটেনি। নতুন করে দাম তেমন একটা না বাড়লেও বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে প্রায় সব পণ্য। রমজানের শুরুতে লাগামহীন হয়ে ওঠা নিত্যপণ্যের দাম চতুর্থ রমজানে এসে কিছুটা কমতে শুরু করেছে। সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে ব্রয়লার মুরগি ও গোরুর মাংসের দাম।

(স্বকণ্ঠে, ক্রেতা) : "সবাই শুধু শুনতেছি খেজুরের দাম কমতেছে বা কমবে। আল্টিমেটলি আমরা সাধারণ যারা ক্রেতা, ভোক্তা আমরা নির্যাতিত হচ্ছি।" (স্বকণ্ঠে, বিক্রেতা) : " আজকে শুক্রবারের বাজার যে পরিমাণে আমরা সকাল থেকে আশা করে আসছি সে পরিমাণে ক্রেতা নাই।"

সপ্তাহের ব্যবধানে আলুর দাম বাড়লেও কিছুটা স্বস্তি পিঁয়াজে। অন্যদিকে, ইফতার সামগ্রীর দাম এখনো লাগামহীন। রমজান মাসজুড়ে মুসলমানদের ইফতারে প্রথম চাহিদায় থাকা খেজুর ও ইফতার সামগ্রীর দাম এখন অনেকটাই সাধারণের নাগালের বাইরে।

প্রকারভেদে খেজুরের দাম কেজিতে বেড়েছে ২০০ থেকে আড়াইশো টাকা পর্যন্ত। এছাড়া, ইফতার সামগ্রীর দাম নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে। ফলে ক্ষুব্ধ ক্রেতা-বিক্রেতারা। (স্বকণ্ঠে, ক্রেতা-১) : "রমজানের আগে একটু বেশি ছিল। ২২০ টাকা করে ছিল ব্রয়লার। আজকে ২০০ টাকা করে চাচ্ছে।" (স্বকণ্ঠে, ক্রেতা-২) : "সালাদ আইটেম সবগুলো দাম বেশি। গত সপ্তায় শষা ছিল ১২০ টাকা কেজি। বর্তমান এ সপ্তায় চলতেছে ৮০ টাকা কেজি।

রমজানের শুরুতে ব্রয়লার মুরগির দাম কিছুটা বাড়লেও চতুর্থ রমজানে এসে তা কেজি প্রতি কমেছে ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে সবজির দাম নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। (স্বকণ্ঠে, ক্রেতা-১) : "আলুর দাম বাড়ছে কেজি প্রতি ৪/৫ টাকা। পিঁয়াজের দাম কমছে ১৫ টাকা। (স্বকণ্ঠে, ক্রেতা-২): "সরকার যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে তার চেয়ে বেশি সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটের কারণেই আজকে সব জিনিসের দাম বাড়তি।" তবে সপ্তাহের ব্যবধানে পিঁয়াজের দাম কেজিতে ৩০ টাকা কমলেও আলুর দাম কেজি প্রতি বেড়েছে ৮ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত। বাজার সিন্ডিকেট আর মজুদদারদের কারণেই দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে না এমনটা দাবি ক্রেতা ও ভোক্তাদের।

(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান নারগীস)

এনএইচকে

যুদ্ধবিমান বিক্রির অনুমতি দিতে প্রতিরক্ষা বিষয়ক রপ্তানি-বিধি শিথিল করবে জাপান

ব্রিটেন এবং ইতালির সাথে মিলে বানানো পরবর্তী প্রজন্মের যুদ্ধ জেটবিমান বিক্রির অনুমতি দিতে জাপান তার কঠোর প্রতিরক্ষা বিষয়ক রপ্তানি বিধি শিথিল করার পরিকল্পনা করছে। দেশটির ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং এর জোট-অংশীদার কোমেইতো আজ শুক্রবার কিছু শর্তের অধীনে বিধিনিয়ম সংশোধন করার জন্য মতৈক্যে পৌঁছায়। প্রথমত, প্রতিটি রপ্তানির ক্ষেত্রে এবং তৃতীয় কোনো দেশে রপ্তানির জন্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিতে হবে। শুধুমাত্র পরবর্তী প্রজন্মের যুদ্ধবিমানের মধ্যেই এই রপ্তানি সীমিত থাকবে। এই বিমান শুধুমাত্র জাপানের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলোতেই পাঠানো যাবে এবং সক্রিয় সংঘাতে জড়িত নয় কেবল এমন দেশগুলোতেই তা করা হবে। এই মাসের শেষ দিকে মন্ত্রিসভা পরিকল্পনাটি অনুমোদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

বাজার ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি আছে: সফিকুজ্জামান

রমজান মাস এলেই নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। প্রতিবছরই এটা হয়। তাহলে আগে থেকে কেন এই পণ্যগুলোর পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা হয় না? এক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের প্রভাব কতটুকু? এসব বিষয় নিয়ে ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।

ডয়চে ভেলে : রোজা আসলেই কিছু পণ্যের দাম বাড়ে। এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না কেন?

এ এইচ এম সফিকুজ্জামান : রমজানে তো অনেক পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায় এবং সেই সুযোগ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নিয়ে থাকেন। আমরা চেষ্টা করছি, সরবরাহটা ঠিক রাখার। এবার কিন্তু একটা ব্যতিক্রম হয়েছে। আমরা সুপার শপসহ বড় ব্যবসায়ীদের আহবান করেছিলাম গায়ের দামের চেয়েও যেন পণ্যের দাম তারা কম রাখেন। সেই কথা তারা শুনেছেন। বিভিন্ন জায়গায় অফার দিয়ে তারা বিক্রি করছেন। আমাদের উদ্যোগের কারণেই তারা সাড়া দিয়েছেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে রমজানে মাসে আপনারা যে অভিযান চালান, সেটা কি পর্যাপ্ত?

আমাদের কাজটাকে শুধু অভিযান বললে সঠিক হবে না। আমরা মনিটরিং করি। বিশেষ বিশেষ জায়গায় অভিযান করি। সম্প্রতি আমরা নারায়ণগঞ্জে অভিযান করেছি, সেখানে আগের বছরের খেজুর মজুদ করে রেখেছিল। বাজার অস্থির করতে তারা সেটা করছিল। ওই খেজুরগুলো আমরা জব্দ করেছি। এগুলো অভিযান। আর মনিটরিং কার্যক্রম চলে সবসময়। ঢাকাসহ সারাদেশে আমাদের ৪০ থেকে ৪৫টি টিম মনিটরিং বা অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আপনারা অভিযানে গিয়ে কি কখনও সিন্ডিকেটের সন্ধান পেয়েছেন?

এই শব্দটা আমি উচ্চারণও করতে চাই না। কর্পোরেট গ্রুপগুলো এমন করতে পারে। তাদের কিন্তু আমরা মনিটরিংয়ে রেখেছি। আর যেখানে লাখ লাখ কৃষক সবজি উৎপাদনে জড়িত সেখানে এই শব্দটা প্রযোজ্য না। বাজার ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি আছে। হাত বদলে প্রতিটি পক্ষই অহেতুক, অনৈতিকভাবে, অন্যায্যভাবে অনেক লাভ করে। যে কারণে বাজার অস্থির হয়ে যায়। এই কারণে কারওয়ান বাজারসহ বিভিন্ন বাজারে রাতভর অভিযান পরিচালনা করছি। যৌক্তিক মূল্যে যেন মানুষ পণ্যটি পায় সে কারণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

ব্যবসায়ীদের নৈতিকতা নিয়ে সরকারের কোনো উদ্যোগ আছে?

রমজানে যেহেতু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই সুযোগটা নেয়, তাই আমরা অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসি। পর্যায়ক্রমে আমরা সবার সঙ্গেই বসার চেষ্টা করি। বোঝানোর চেষ্টা করি। এবার যেটা হয়েছে, আমরা ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছি। অনেক ক্ষেত্রেই তারা দাম কমিয়ে দিয়েছেন।

রমজানে তো নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা বাড়ে। এগুলো কি আগে থেকেই পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়, নাকি আসলেই সংকট থাকে? আপনারা অভিযানে গিয়ে কী দেখেছেন?

এখানে দুই ধরনের পণ্যের চাহিদা আছে। একটা আমদানি করা হয়, আরেকটা দেশের মার্কেটেই পাওয়া যায়। আমদানি করা পণ্যের ক্ষেত্রে যদি বলি চিনি, তেল, ছোলা, খেজুর এগুলো তো আগে থেকেই প্রক্রিয়া করতে হয়। এগুলো কিন্তু পুরোটাই প্রাইভেট সেক্টর আমদানি করে। চাহিদা অনুযায়ী তারা সেটা করেন। এগুলো আমরা মনিটরিং করি। সেখানে মজুদ আর সরবরাহের একটা ব্যালান্স আছে। সেটা আছে বলেই কয়েকদিন আগে একটা বড় সুগার রিফাইনারিতে আগুন লাগার পরও চিনির দাম বাড়েনি। মজুদ পরিস্থিতি ভালো ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। দেশীয় পণ্যের মধ্যে দেখেন এখন লেবুর মৌসুম না। কিন্তু রমজানে লেবুর চাহিদা অনেক বাড়ে। ফলে এখানে চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্য থাকে না। এসব কারণেও অনেক পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে।

কোনো এলাকায় অভিযান চালিয়ে চলে আসার পর কী আবার ফলোআপ করেন?

আমাদের যে লজিস্টিক, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রতুল। ১৭ জেলায় আমাদের কোনো অফিসার নেই। জেলা পর্যায়ে একজন অফিসার ও একজন কম্পিউটার অপারেটর আছে। দেশে এত বড় বড় বাজার, তার সবগুলোতে আমাদের পক্ষে সবসময় নজরদারি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তথ্যভিত্তিক কাজ করি। বিশেষ তথ্য পাওয়ার পরই আমরা অভিযান পরিচালনা করি।

অভিযানে জেল-জারিমানা করেন। এতেই কী সমাধান? নাকি বিকল্প কিছু ভাবনা আছে?

আমরা কিন্তু ভোক্তাদেরও সচেতন করি। ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের যদি আমরা সচেতন করতে না পারি তাহলে অভিযান দিয়ে সমাধান হবে না। আমাদের বাইরেও গোয়েন্দা সংস্থা এবং জেলা প্রশাসন এ নিয়ে কাজ করে। আমরা সবাই মিলেই সম্মিলিতভাবে কাজটা করছি। আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থায় একটা বড় চ্যালেঞ্জ আছে। গতানুগতিক ধারায় এখানে পণ্যের হাতবদল হয়। ৪-৫ বার হাতবদলে দামটা বেড়ে যাচ্ছে। সে কারণে আমরা অ্যাপ নির্ভর বিপণন ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে আপনাদের কোনো কার্যক্রম আছে?

অনেক ধরনের কর্মসূচী আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা সেমিনার করি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালাই। গণশুনানি করছি। নানাভাবে আমরা এই কাজগুলো করছি।

কত শতাংশ বাজার আপনারা দেখভাল করতে পারেন?

এইভাবে কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে এখন প্রতিদিন আমাদের ৪০ থেকে ৪৫টি টিম বাজারে কাজ করছে। সারাদেশের সব বাজারে আমাদের পক্ষে অভিযান চালানো সম্ভব না। স্থানীয় প্রশাসন সেখানে কাজ করছে।

রোজায় মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফেরাতে এই মুহূর্তে করণীয় কী?

রোজা তো শুরু হয়ে গেছে। ফলে স্বস্তি-অস্বস্তি তো আপেক্ষিক বিষয়। এখন ধরেন ইফতারে চকবাজারের ‘বড় বাপের পোলায় খায়' এর যদি ব্যাপক চাহিদা থাকে, তাহলে সেটা তো ভিন্ন কথা। হালিমের যদি ব্যাপক চাহিদা থাকে, সেটাও ভিন্ন কথা। কিন্তু মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১৫.০৩.২০২৪)

রোজায় মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সফল না হওয়ার কারণ

রোজায় দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতা চলে। এর সঙ্গে পণ্যের সরবরাহ বা মজুতের সম্পর্ক নেই। অর্থনীতির কোনো সূত্রও কাজ করে না। সবকিছু ব্যবসায়ীদের হাতে। তারা যা চান তাই হয়। তবে কয়েক বছর আগে রোজার মধ্যে দাম বাড়তো। আর এখন রোজার একমাস বা কয়েক সপ্তাহ আগেই বাড়িয়ে দেয়া হয়। অবশ্য শাকসবজি, বিশেষ করে শসা, টমেটো, লেবু, কাঁচামরিচ - এগুলোর দাম এবারও রোজার মধ্যে বেড়েছে। সবজি বিক্রেতা রুবেল মিয়া বলেন, “এবার রোজায় শসা, টমেটো, বেগুন ও লেবুর দাম বেড়েছে। ২০-৩০ টাকা হালি যে লেবু, রোজায় তা হয়েছে ১০০-১২০ টাকা। আর ৫০ টাকার শসা এখন ১০০-১২০ টাকা।" তার কথা, “রোজায় সরবরাহ কম না থাকলেও দাম বেড়েছে। আমরা বেশি দামে কিনি তাই বেশি দামে বিক্রি করি।" এবারের রোজায় সবচেয়ে বড় ভেলকি দেখিয়েছে খেজুর। আমদানি শুল্ক কমিয়েও খেজুরের দাম কমানো যায়নি। উল্টো বেড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানি শুল্ক কমালেও খেজুরের দাম বেশি দেখিয়ে শুল্ক হিসাব করা হয়, তাই তারা আরো ক্ষতির মুখে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের এলসি দেখে খেজুরের দাম নির্ধারণ করে দেয়া হলেও সেই দামে খেজুর পাওয়া যায়না কোথাও। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সাধারণ মানের খেজুর প্রতি কেজির দাম বেঁধে দিয়েছে ১৫০-১৬৫ টাকা। এটা বস্তায় করে আনা খোলা খেজুরের দাম। কিন্তু খোলা খেজুর পাওয়া কঠিন। কলাবাগানের দোকানদার মিন্টু মিয়া বলেন, “আমি সব প্যাকেট করে বিক্রি করব। তাহলে তো আর খোলা খেজুরের দামে বিক্রি করতে হবে না।" তার কথা, “সরকার যাই বলুক, ৩০০ টাকা কেজির নিচে এখন আর কোথাও খেজুর নেই। আর চিনির দাম রোজার আগেই কেজিতে দুই টাকা বাড়িয়ে দেয়া হয়। এখন আমরা ১৫৫ টাকা কেজি বিক্রি করছি।"

বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান রোজার মাসের পণ্যের দাম আলাদা করে সংরক্ষণ করে না। যে হিসাব রাখে তা হলো, বছরের গড় হিসাব। কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) তথ্য বলছে, ২০০৯ সালে সাধারণ মানের এক কেজি চালের (মোটা চাল) দাম ছিল সর্বোচ্চ ৩২ টাকা। বোতলজাত সয়াবিন তেলের লিটার ছিল ৮৫ টাকা, গরুর মাংসের কেজি ২১৮ টাকা, খাসির মাংস ৩৩২ টাকা, ডিমের হালি ২৮ টাকা, দেশি পেঁয়াজ ৩৮

টাকা, আমদানি করা পেঁয়াজ ২৯ টাকা, আলু ২৭ টাকা, প্যাকেট চিনি ৪৪ টাকা, আপেল ১২০ টাকা কেজি, মশুর ডাল (দেশি) ১১০ টাকা, ছোলা ৬১ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ১১৮ টাকা কেজি। ২০১৬ সালে সাধারণ মানের এক কেজি চালের (মোটা চাল) দাম ছিল সর্বোচ্চ ৩৬ টাকা। বোতলজাত সয়াবিন তেলের লিটার ছিল ৯৮ টাকা, গরুর মাংসের কেজি ৪২৭ টাকা, খাসির মাংস ৬১৮ টাকা, ডিমের হালি ৩৪ টাকা, দেশি পেঁয়াজ ৩৯ টাকা, আমদানি করা পেঁয়াজ ২৭ টাকা, আলু ২৫ টাকা, প্যাকেট চিনি ১২১ টাকা, আপেল ১৪০ টাকা কেজি, মশুর ডাল (দেশি) ১৩৯ টাকা কেজি, ছোলা ৮৭ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ১৫১ টাকা কেজি। ২০২৪ সালে রমজান মাসে সাধারণ মানের এক কেজি চালের (মোটা চাল) দাম সর্বোচ্চ ৬০ টাকা। বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৬৩ টাকা লিটার, গরুর মাংসের কেজি ৭০০-৮০০, খাসির মাংস ১২০০, ডিমের হালি ৪৫ টাকা, দেশি পেঁয়াজ ৯০ টাকা, আলু ৩৫ টাকা, প্যাকেট চিনি ১৫৫ টাকা, আপেল ৩৮০ টাকা কেজি, মশুর ডাল (দেশি) ১৬০ টাকা কেজি, ছোলা ১২০ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ২২০ টাকা কেজি। ক্যাবের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ বছরে মোটা চালের দাম বেড়েছে ১০০ ভাগ, গরুর মাংসের দাম বেড়েছে ৩৫০ ভাগ, সয়াবিন তেল ১০০ ভাগ, মশুর ডাল ৫০ ভাগ, ছোলা ১০০ ভাগ। গড়ে সব পণ্যের দাম প্রায় শতভাগ বেড়েছে।

এদিকে, টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, গত তিন বছরের মধ্যে এবারই রোজার বাজারে চিনি, খেজুর, ছোলা, পেঁয়াজ ও ডালের দাম সবচেয়ে বেশি। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে রোজার আগে বাজারে প্রতি কেজি চিনির দাম ছিল ৭৮ থেকে ৮০ টাকা। এ বছর চিনির কেজি ১৪০ থেকে ১৪৫ টাকা। তাতে এক বছরে চিনিতে খরচ বেড়েছে সর্বনিম্ন ৬০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬৭ টাকা। টিসিবির হিসাবে, ২০২১ সালে রোজার আগে বাজারে ছোলার দাম ছিল কেজিপ্রতি ৭০ থেকে ৭৫ টাকা। এ বছর দাম বেড়ে হয়েছে ১০০ থেকে ১১০ টাকা। তাতে দুই বছরের ব্যবধানে ছোলার দাম বেড়েছে কেজিতে ২৫ থেকে ৪০ টাকা। তবে টিসিবির দামের চেয়ে বাজারে চিনি ও ছোলার দাম আরও বেশি। ক্যাবের সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, “সরকার ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যত হাকডাকই দিক না কেন তারা বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। বাজারের নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই চলে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতে। তারা যেভাবে চায় সেভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।" এবার রোজার আগে চার ধরনের পণ্যের শুল্ক কমালেও একমাত্র ভোজ্য তেল ছাড়া আর কোনোটির দাম কমেনি। সয়াবিন তেল লিটারে ১০ টাকা কমানো হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে সয়াবিন তেলের দাম অর্ধেকে নেমে এসেছে। চাল, ভোজ্য তেল, চিনি ও খেজুর এই চারটি পণ্যের শুল্ক কমানো হয়েছে। এরমধ্যে চাল আমদানি হয় না। ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, “তেলের দাম কমেছে। চিনির শুল্ক সামান্যই কমানো হয়েছে। তার প্রভাব বাজারে পড়ার কথা নয়। সাধারণ মানের খেজুরের দাম বেঁধে দিয়েছি। আর যে খেজুর এখন বাজারে আছে তা আগে আমদানি করা। সবজি ও কাঁচাবাজার এবং ফলের বাজার ঠিক রাখতে আমরা অভিযান চালাচ্ছি।" তার কথা, “শুল্ক কমিয়ে পণ্যের দাম কমাতে হলে তার যৌক্তিক সময় দিতে হবে। রোজার ১০ দিন আগে কমালে তো হবে না।" একই ধরনের যুক্তি দেন এফবিসিসিআই-এর সাবেক পরিচালক ও দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলালউদ্দিন। তার কথা, “সরকার যেসব পণ্যে শুল্ক কমিয়েছে তা আমদানি পণ্য। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় তাতে তেমন কোনো লাভ হয়নি। আর দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে ভোগ্যপণ্যের ওপর শুল্ক সবচেয়ে বেশি। এখন বাজার স্থিতিশীল আছে। তবে সাধারণভাবে দাম বাড়ার পেছনে অনেক অপকর্ম আর পাপ আছে, যা আমি প্রকাশ করতে পারব না।" এবার রোজার আগেই পণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে। আর চিনির গুদামে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে চিনির দাম কেজিতে দুই টাকা বাড়ানো হলো। এটা কেন হলো? এর জবাবে তিনি বলেন, “এখানে কিছু সমস্যা আছে। সেটা তো সরকারের দেখা দরকার।" বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, “দেশে ভোগ্যপণ্যের পর্যাপ্ত মজুত আছে। আমদানি পণ্য ও দেশে উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহে কোনো ঘাটতি নেই। তবে আমার বেশ কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে অল্প সময়ে, যা নিয়ে কাজ করছি। ফল পেতে সময় লাগবে। যেমন টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে ছয় ধরনের ভোগ্যপণ্য দেয়া হচ্ছে। এটা যদি বাজার থেকে না কিনে আমদানি করে দেয়া হতো তাহলে বাজারে এর প্রভাব পড়ত। এখন পড়ছে না।" বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিমাসে দেশে ভোজ্যতেলের চাহিদা দেড় লাখ মেট্রিক টন। রমজানে এই চাহিদা গিয়ে দাঁড়ায় ৩ লাখ মেট্রিক টনে। দেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৮-২০ লাখ টন। চিনির মাসিক চাহিদা দেড় লাখ টন। তবে রমজানে সেটি বেড়ে তিন লাখ মেট্রিক টনে গিয়ে দাঁড়ায়। দেশে প্রতিবছর ছোলার চাহিদা এক লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন। খেজুরের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৯০ হাজার টন। এরমধ্যে শুধু রমজান মাসেই ৪০ হাজার টন খেজুর প্রয়োজন হয়।

পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পরও দাম বাড়তি কেন জানতে চাইলে কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম খান বলেন, “কৃষিপণ্যের দাম নির্ভর করে মৌসুমের ওপর। যেমন শীতকালে শাকসবজির দাম কম থাকে। কিন্তু সেটা যত কম থাকার কথা তত কম থাকে না। এখানেই বাজারের সমস্যা। এখানেই সিন্ডিকেট। যেমন এখন মুরগির দাম অনেক বড়ে গেছে। এই সময়ে মুরগির দাম এত বাড়ার কথা নয়। এখানেই ব্যবসায়ীদের কারসাজি। তারা ডিম, মুরগির দাম ঠিক করে দেয়। সেই দামেই সাধারণ ক্রেতাকে কিনতে হয়। আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সরকার যদি বাজার নিয়ন্ত্রণের টুলসগুলো ঠিক মতো ব্যবহার করে তাহলে এই পরিস্থিতি হয় না। সরকারকে সবসময় সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে। তাহলে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছে মতো বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।" সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের ডিস্টিংগুইজড ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, “বাজারে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা এই পরিস্থিতির সৃষ্টি

করেছে। মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণ মানুষ পিষ্ট হচ্ছে। আমদানি থেকে ভোক্তা এবং উৎপাদন থেকে ভোক্তার মাঝে অনেক মধ্যস্বত্বভোগী আছে। তারাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের দাপট কমাতে হবে। আর পণ্য ও চাহিদার সঠিক তথ্য থাকতে হবে। সরবরাহ লাইন, আমদানি, পণ্যের মজুত এগুলো ঠিক রাখতে হবে। কিন্তু সরকারের অনেকগুলো সংস্থা আছে এই কাজের জন্য। তারা ঠিক মতো কাজ করছে না।" পণ্যের বাজার মনিটরিং করতে সরকারের তিনটি মন্ত্রণালয় ও ১১টি সংস্থা আছে। সেগুলো হলো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, টিসিবি, বিএসটিআই, সিটি কর্পোরেশন, প্রতিযোগিতা কমিশন, ট্যারিফ কমিশন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন। তারা রোজার সময় বা যখন দাম খুব বেড়ে যায় তখন যে যার মতো উদ্যোগ নেয়। কিছু কাজ করে। এই বিচ্ছিন্ন কাজে তেমন ফল আসে না। তাই সমন্বিত উদ্যোগের কথা বলেন সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান। তার কথা, "বাজারে যা হচ্ছে তাতে মনে হয় সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।"

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের একেক সংস্থার একেক ধরনের ম্যান্ডেট। আমরা বাজারে যারা পণ্যের প্রতিযোগিতা বাধাগ্রস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিই। এটা একটা কোয়াসি বিচারিক প্রতিষ্ঠান। আমরা অভিযোগ পেলে মামলা করি। আবার সরাসরি নিজেরাও মামলা করি। গত বছর ডিম, ব্রয়লার মুরগি নিয়ে আমরা নিজেরাই মামলা করে ব্যবস্থা নিয়েছি।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "এবার রোজার আগে বাজারের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে আমরা এখনো কোনো মামলা করিনি। তবে তিনটি মামলা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা কেনো অভিযান পরিচালনা করিনি।" ক্যাবের সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, "আইনেও নানা ধরনের সমস্যা আছে। নানা সংস্থার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন। ভোক্তা অধিকারের জন্য এক আইন। একই সঙ্গে মজুতদারির বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইন আছে। আবার ভোক্তা অধিদপ্তরের কিছু পণ্যের ব্যাপারে ম্যান্ডেট নেই।" বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, "বাজার মনিটরিং-এর জন্য আমাদের ১৭ সদস্যের ন্যাশনাল টাস্কফোর্স আছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি আছেন। কিন্তু বড় কথা হলো বাজারকে প্রভাবিত করতে হলে সরকারকে ভোগ্যপণ্যের বাফার স্টক গড়ে তুলতে হবে। এটা টিসিবির কাজ। আমরা সেটা চেষ্টা করছি।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১৫.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভোক্তার অধিকার রক্ষায় কী করছে ভোক্তা অধিদপ্তর

বাংলাদেশে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করলেও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরই মূল দায়িত্বে আছে। কিন্তু তাদের জনবল আর কর্মএলাকার সীমবদ্ধতার কারণে ভোক্তারা সব অভিযোগের প্রতিকার পান না। একই সঙ্গে আছে আইন প্রয়োগে দ্বৈতনীতি। ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন পাস হয়। এই আইনের অধীনে অধিদপ্তর বাজার তদারকি, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ এবং এই সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ও নিস্পত্তি করে। তাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ এবং অভিযোগ নিস্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ। তবে আইনে ই-কমার্স, স্বাস্থ্যসেবা, টেলিকম, বাড়িভাড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই। সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমনওয়াসা, ডেসা বা তিতাসের গ্রাহকদের কোনো অভিযোগ আমলে নিতে পারে না ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ আসে অধিদপ্তরে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান জানান, "ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আইনে অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও আমরা প্রতারণাসহ অন্য আইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি করি।" ভোক্তারা সরাসরি ও অনলাইনে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ করতে পারেন। তারা অভিযানও পরিচালনা করে। এটা অভিযোগের ভিত্তিতেও হয় আবার অধিদপ্তর নিজেদের উদ্যোগেও করে। অভিযানের ক্ষেত্রে অন্যায্য দাম, প্রতারণা, ভেজাল ও মজুতের মতো বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ভোক্তা সংরক্ষণ অধিকার আইন অনুযায়ী অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা এবং বিচারিক কাজ দুইটিই এক সঙ্গে করে। আইনের ৭০ ধারায় তারা প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম বন্ধ করতে পারে। আইনের ৫৭ ধারায় ফৌজদারী ব্যবস্থা নিতে পারে। সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা দুইলাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দিতে পারে। তারা আইনের ৬৬-৬৭ ধারায় ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারে। ক্ষতির চেয়ে পাঁচগুণ পরিমাণ আদেশ দেয়ার ক্ষমতা তাদের আছে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ওষুধে ভেজাল, মিশ্রণ বা নকল ওষুধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এই বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত করতে পারেন। কিন্তু এর বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন না। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাও করতে পারেন না। বিচারের দায়িত্ব বিশেষ ট্রাইব্যুনালের। তারা সরাসরি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারে না। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটর মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হয়। এর বাইরে এই অধিদপ্তর সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কাজ করে। তাদের সব কাজের মূল লক্ষ্য হলো ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ।

ভোক্তাদের অভিযোগ বাড়ছে। ২০২৩ সালে ২৬ হাজার ৬০৫টি অভিযোগ জমা পড়ে, যা তার আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১০ হাজার বেশি। ২০২২ সালে অভিযোগের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার ৫৪টি। ২০১০ সালের ৬ এপ্রিল থেকে বাজার পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি শুরু করে অধিদপ্তর। গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক লাখ ২৩ হাজার ৭৫৩টি অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা, যার সিংহভাগই ই-কমার্স ও এফ-কমার্সের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে এক লাখ ২১ হাজার

৩৬০টি অভিযোগ নিষ্পন্ন হয়েছে। সংস্থাটি অভিযোগ ছাড়াও নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন বাজারে এ পর্যন্ত ৭২ হাজার ৯৩৭টি অভিযানে এক লাখ ৭০ হাজার ৯০৮টি প্রতিষ্ঠানকে শাস্তির আওতায় এনেছে। তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছে ১২০ কোটি ২৭ লাখ ৪৮ হাজার টাকার বেশি। এ ছাড়া ভোক্তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে ৯ হাজার ১৫০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৬ কোটি ৩৫ লাখ টাকার বেশি জরিমানা করেছে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ হিসাবে অভিযোগকারীদের দেওয়া হয়েছে এক কোটি ৫৫ লাখ ৬৬ হাজার টাকার বেশি। বাকি ৭৫ শতাংশ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়েছে। ২০২১ সালের পর থেকে গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ই-কমার্সের বিরুদ্ধে ৩৪ হাজার ৮৪২টি অভিযোগ করা হয়। এর মধ্যে ফেসবুকভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছয় হাজার ৩৮৮টি। মোট অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে ১৫ হাজার ৪৩৮টি বা ৪৪ দশমিক ৩১ শতাংশ। অধিদপ্তরের হটলাইনেও বেড়েছে অভিযোগ। সংস্থাটির কল সেন্টার ১৬১২১-এ গত সাত মাসে ৩৫ হাজারের বেশি কল করে অভিযোগ করেছেন ভোক্তারা। ভোক্তা অধিদপ্তরে ৮২ জন কর্মকর্তাসহ মোট জনবল ২৮০ জন। দেশের ১৭টি জেলায় ভোক্তা অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা নেই। আর উপজেলা পর্যায়ে এখনো তাদের কাজ সম্প্রসারিত হয়নি। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, "কাজের তুলনায় জনবল আছে এখন ১০ ভাগের এক ভাগ। আর আমাদের কাজ উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন।" ২০০৯ সালের অর্গানোগ্রামে মোট অনুমাদিত জনবল ছিল ৩৬৬ জন। আরো ৪৫৭টি পদ সৃষ্টির আবেদন করা হলেও অনুমোদন মিলছে মাত্র ১২টির। এছাড়া আইন ও লজিস্টিক সাপোর্টে সমস্যা আছে। কর্মকর্তারা ভাড়া করা গাড়িতে অভিযানে যান। আর মেবাইল কোর্ট পরিচালনার সরাসরি এখতিয়ার নেই। তবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাস টিটু বলেন, "উপজেলা পর্যায়ে ইউএনও এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকেরা আছেন। তারাই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারেন। ফলে আমি মনে করি ভোক্তা অধিদপ্তরের জনবল বাড়ানো নয়, দরকার এটা নিয়ে প্রচার ও সচেতনতা। তারা পলিসি তৈরি করবেন। প্রশাসনের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে।" তার কথা, "জনপ্রতিনিধি ও ক্যাবের মতো যেসব সংগঠন আছে তাদের বেশি করে সম্পৃক্ত করতে হবে। সবখানে পুলিশিং নয়, দরকার সচেতনতা ও অংশগ্রহণ।" সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, "আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ ঠিক মতো করা হয় না। বিশেষ ক্ষমতা আইনে মজুতদারীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ভোক্তা অধিদপ্তর চাইলে এই আইনে মামলা করতে পারে। তারা নিজেরা আইনটি প্রয়োগ করতে পারেন, কিন্তু মামলায় তো বাধা নেই। ডিসিরাও এই আইনে মামলা করেন না। তারা সবাই চান এখন মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দেশ চালাতে। তারা নিজেরাই শাস্তি দিতে চান সবক্ষেত্রে। এটাই সমস্যা।"

কনজ্যুমারস অ্যাসেসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, "দেশের অনেক ভোক্তাই এখনো তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন না। অভিযোগ নেয়া হয় প্রধানত অনলাইনে। অধিকাংশ মানুষই অনলাইনে অভ্যস্ত নয়। আর অভিযোগ অনেক জটিল প্রক্রিয়া। অনেক কাগজপত্র লাগে। সেটা আবার প্রমাণ করতে হয়। ক্রেতা যখন পণ্য কেনেন তখন তো তিনি প্রতারিত হওয়ার আগাম প্রস্তুতি রাখেন না। ফলে তারা কাগজপত্রও সংরক্ষণ করেন না। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান বিক্রয় রসিদ দেয় না। তবে এই ব্যক্তি পর্যায়ের চেয়ে বড় বিষয় হলো ক্রেতারা এখন সবাই প্রতারিত হচ্ছেন একযোগে। ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে দাম বাড়াচ্ছে। তারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বাজারে অস্থিরতা তৈরি করছে। তার বিরুদ্ধে তো কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ব্যবসায়ীদের কাছে ক্রেতারা জিম্মি তার প্রতিকার কে দেবে? আর নিত্যপণ্যের ওপর সরকার বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কর বসায়। ব্যবসায়ীরা সেটা ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে। ফলে অস্বাভাবিক দাম বাড়ার পিছনে সরকারেরও হাত আছে। এটা আমাদের আশপাশের দেশে হয় না। তারা এসেনশিয়াল প্রোডাক্টে এত কর বসায় না," বলেন নাজের হোসেন। মনজিল মোরসেদ বলেন, "ভোক্তা অধিদপ্তরকে আমরা ছোট খাটো ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে দেখি। কিন্তু যারা আমদানি করে, মজুত করে, যারা সংকট তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখি না।" এর জবাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, "সরকারের দায়িত্ব পণ্যের সাপ্লাই ঠিক রাখা। আমরা সেটা আশা করি আগামী তিন মাসের মধ্যে করতে পারব। তবে হঠাৎ করে কঠিন কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না। তাতে সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১৫.০৩.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন ১০ জন গুণী ব্যক্তি

অসাধারণ ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৪ পাচ্ছেন দশজন গুণী ব্যক্তি। শুক্রবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। ১০ জনকে সর্বোচ্চ এই রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করা হচ্ছে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে। এগুলো হল স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, চিকিৎসা বিদ্যা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও সমাজসেবা। আগামী ২৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কারপ্রাপ্তদের পদক তুলে দেবেন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাচ্ছেন তিনজন এরা হলেন কাজী আব্দুস সাত্তার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক মরণোত্তর এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আবু নাঈম মোঃ নাজিম উদ্দিন খান খুররম মরণোত্তর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন ড. মোবারক আহমেদ খান, চিকিৎসা বিদ্যায় অবদানের জন্য পাচ্ছেন ডা. হরিশংকর দাস। সংস্কৃতিতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় এই খেতাবে ভূষিত হচ্ছেন মো. রফিকুজ্জামান এবং ক্রিড়ায় ফিরোজা

খাতুন। সমাজ সেবায় স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন তিনজন এরা হলেন অরণ্য চিরান, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. মোল্লা ওবায়দুল্লাহ বাকি ও এস এম আব্রাহাম লিংকন। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

নাবিকদের মুক্ত করতে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, সোমালিয়ার উপকূলে জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ এবং এর নাবিকদের সুষ্ঠুভাবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মুক্ত করতে সরকারের প্রচেষ্টা চলছে। গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হয়েছে। পিঅ্যান্ডআই ক্লাবের মাধ্যমে জাহাজটিকে এবং জাহাজের নাবিকদের সুষ্ঠুভাবে মুক্ত করার জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতাদের স্মরণ সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা কোন প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছি সেটি বলতে চাই না। কারণ এটি জনসমক্ষে প্রকাশ করার বিষয় নয়। আমাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে নাবিক এবং জাহাজ দুটোকেই মুক্ত করা।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

দেশে আইনের শাসন বলতে কিছুই নেই : মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বর্তমানে দেশে আইনের শাসন ও সুশাসন নেই বলেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণরত নেতাকর্মীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশে এক সর্বগ্রাসী অরাজকতা বিদ্যমান রয়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে তিনি এসব মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, দুঃশাসন প্রলম্বিত করার জন্যই শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। গতকাল মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় আদালত কতৃর্ক ঢাকার সাভার উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাভার উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. কফিল উদ্দিনের জামিন নামঞ্জুর এবং কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মির্জা ফখরুল বলেন, ৭ জানুয়ারি ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী এখন আরও বেশী মাত্রায় বেপরোয়া ও কতৃর্ত্ববাদী হয়ে উঠেছে। অবৈধ রাষ্ট্রক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসহ গণতন্ত্রমনা বিরোধী দল এবং ভিন্ন মত ও পথের মানুষদের ওপর নানান কায়দায় দমন—পীড়ণ চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার সরকার। তিনি বলেন, মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় জামিন নামঞ্জুর করে বিরোধী নেতাকর্মীদের কারাগারে পাঠানোর মাধ্যমে গোটা দেশটাকে এক জুলুমের নগরীতে পরিণত করা হয়েছে। মো. কফিল উদ্দিন এর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা আওয়ামী জুলুমের আরেকটি বহিঃপ্রকাশ। বিএনপির মহাসচিব বলেন, বর্তমানে দেশে আইনের শাসন ও সুশাসন নেই বলেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণরত নেতাকর্মীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশে এক সর্বগ্রাসী অরাজকতা বিদ্যমান রয়েছে। দুঃশাসন প্রলম্বিত করার জন্যই শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

পরিবহনে চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ সম্ভব নয়: ওবায়দুল কাদের

সরকারের পরিবর্তন চাইলে আরেকটি নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতা পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই এমন কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। বলেন বৈশ্বিক টালমাটাল অবস্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ। পরিবহনের চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। ওবায়দুল কাদের বলেন ক্ষমতা সন্নিকটে ভেবে বিএনপি কর্মীদের মাঠে নামিয়ে ছিল কিন্তু তারা এখন আন্দোলনের সক্ষমতা হারিয়েছে। বলেন সরকার সিন্ডিকেট দমনে ব্যর্থ নয়, জিম্মিও নয়। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের অনুষ্ঠান চলমান থাকলেও ইফতার মাহফিলে হামলা করছে সরকার: রিজভী

আওয়ামী লীগ সরকারের অপর নাম সিন্ডিকেট আর লুটপাট বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শুক্রবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন সরকার জনগণের আর্তনাদ শুনতে পায় না। বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তারা বিএনপিকে দোষারোপ করছে। রিজভী অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের অনুষ্ঠান, সভা চলমান রয়েছে অথচ সেখানে ইফতার মাহফিলে হামলা করা হচ্ছে। বলেন নিত্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েই সরকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইফতার অনুষ্ঠান ভাঙার জন্য কর্মসূচিতে ছাত্রলীগকে দিয়ে লেলিয়ে দিয়েছে।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

ভারত থেকে আমদানি করা পেঁয়াজের প্রথম চালান আগামী সপ্তাহে দেশে আসবে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

আগামী সপ্তাহে ভারত থেকে আমদানি করা পিঁয়াজের প্রথম চালান আসবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন দেশটি থেকে ক্রমান্বয়ে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ আসবে। শুক্রবার সকালে রাজধানীতে ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় শুধুমাত্র রমজান মাসে নয় সারা বছরই অভিযান চলমান থাকবে। রমজানে ছোলা ডাল চিনি ও ভদ্র তেলের সরবরাহ ভালো বলে জানান তিনি জানান স্মার্ট বাজার ব্যবস্থা করতে কাজ করছে সরকার।

(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ঘটনায় দগ্ধদের মধ্যে একজন মারা গেছেন

গাজীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ছড়িয়ে পড়া আগুনে দগ্ধ একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। ওই আগুনে দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৩২ জনের মধ্যে পাঁচজন আইসিইউতে এবং দুইজন এইচডিইউতে রয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন এখনো ৬ জন। শুক্রবার বেলা এগারোটার দিকে রাজধানীর শেখ হাসিনার বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে তিনি মারা যান। নিহতের নাম সলেমান মোল্লা। তিনি কালিয়াকৈরের টপ স্টার এলাকায় ভাড়া থাকতেন এবং ওই এলাকার একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক চিকিৎসক মৃদুল সরকার জানান সোলেমানের শরীরের ৭৫ শতাংশ দগ্ধ ছিল। এর আগে বুধবার বিকেলে কালিয়াকৈরের মৌচাকের তেলির চালা এলাকায় ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

জলদস্যুদের কবলে পড়া নাবিকদের উপরে এখনো পর্যন্ত কোন নির্যাতন করেনি দস্যুরা: আতিকুল্লাহ

সোমালিয়া জলদস্যুতের কবলে পড়া জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহর বাংলাদেশী নাবিকদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত জলদস্যুরা নাবিকদের উপরে কোন নির্যাতন করেনি। তবে অস্ত্রের মুখে দস্যদের কথা মেনে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পরিবারের কাছে এক অডিও বার্তায় এমনটি জানিয়েছেন অপহরণের শিকার জাহাজের চিফ অফিসার আতিকুল্লাহ। তিনি জানিয়েছেন নাবিকদের সামনে দিয়ে দস্যুরা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আশপাশে কোন নেভি জাহাজ দেখলেই ওরা মাথায় অস্ত্র ঠেকাচ্ছে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশি জিম্মিদের উদ্ধার করতে আসা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যুদ্ধজাহাজটি পিছু হটেছে

বাংলাদেশের জিম্মি ২৩ নাবিককে উদ্ধার করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মেরিটাইম সিকিউরিটি ফোর্সের একটি যুদ্ধ জাহাজ জলদস্যুদের পিছু নিয়েছিল। কয়েক দফায় জলদস্যু নৌ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে জিম্মি বাংলাদেশী নাবিকদের একে একে হত্যার হুমকিও দেয় জলদস্যুরা। এরপর কোন উপায় না থাকায় পিছু হটতে বাধ্য হয় নেভির যুদ্ধ জাহাজটি। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

আসন্ন ঈদে ট্রেনের সিডিউল বিপর্যয় ও সময় ঠিক রাখার জন্য তিন ট্রেনের চলাচল ১১ দিন বন্ধ থাকবে

আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ট্রেনের সিডিউল বিপর্যয় এড়ানো ও সময়নুবর্তিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে আন্ত: দেশীয় তিন ট্রেনের চলাচল টানা ১১ দিন বন্ধ রাখতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ট্রেন তিনটি হল মৈত্রী এক্সপ্রেস, মিতালী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেস। শুক্রবার ঢাকা রেল ভবনের সম্মেলন কক্ষে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আন্তমন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন রেলের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক সরদার শাহাদত আলি। তিনি বলেছেন আন্তদেশীয় মৈত্রী এক্সপ্রেস, মিতালী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেন ৭ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা শুরু হয়েছে

সারাদেশে ২৪ জেলা শহরে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টায় প্রথম শিফটে স্কুল-২ ও স্কুল পর্যায়ের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এটি সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলে। আর দ্বিতীয় শিফটে কলেজ পর্যায়ে পরীক্ষা শুরু হবে আজ বিকাল সাড়ে তিনটায়। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ এনটিআরসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু মারা গেছেন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রসিকিউটর এডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সকাল আটটার দিকে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। ট্রাইবুনালের ভারপ্রাপ্ত প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট সৈয়দ হায়দার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তার জানাজা ও দাফনের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বার্ধক্যজনিত ও ঠান্ডাজনিত কারণে তিনি মারা গেছেন বলে জানা গেছে।
রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

রোজার মাসে ভোক্তারা যাতে কষ্ট না পায় সজাগ থাকতে হবে : রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেছেন, 'রোজার মাসে ভোক্তা সাধারণ যাতে কারো ব্যক্তিস্বার্থ বা লোভ-লালসার কারণে কষ্ট না পায় সেদিকে ব্যবসায়ী, জনগণ ও জনপ্রতিনিধিসহ সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। আজ শুক্রবার, ১৫ই মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি, ভোক্তার স্বার্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করি’। মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, ‘এবছর পবিত্র রমজান মাসে ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত হচ্ছে। আশা করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে ভোক্তা ও সেবাগ্রহীতাদের অধিকার সমুন্নত রাখতে দেশবাসী সচেতন হবেন এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে ফলপ্রসূ অবদান রাখবেন।' বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ২০২৪ উপলক্ষে দেশের ভোক্তা সাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও

অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, ভোক্তা-অধিকার একটি সর্বজনীন ও ন্যায্য অধিকার। নিয়মমাফিক ও আইনানুযায়ী পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও সেবা প্রদান মানুষের জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে। এ লক্ষে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে গুণগত মান নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।'

মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, 'সরকার ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য জনগণ, জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দেশের জনসাধারণের অধিকার রক্ষায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে।' তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথ ধরে দেশ এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে চলেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট ভোক্তা ও স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' রাষ্ট্রপতি বলেন, 'স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ পণ্যের ন্যায্যমূল্য ও গুণগত মান নিশ্চিতের মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।' তিনি বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ২০২৪ উপলক্ষে গৃহীত সব কর্মসূচির সফলতা কামনা করেন।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

সরকার দেশকে সমৃদ্ধ করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'সরকার দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সরকার শিক্ষা খাতসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এআই তৈরি ও ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস এবং বিগ-ডাটা সমন্বিত ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে আওয়ামী লীগ সরকার দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।' বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস-২০২৪ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এ কথা বলেন তিনি। দিবসটি উপলক্ষে তিনি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল ভোক্তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি, ভোক্তার স্বার্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করি' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন রাঙ্গামাটি জেলার বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম স্যাটেলাইট আর্থস্টেশন স্থাপন করেন যার মাধ্যমে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। জাতির পিতার হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি। জাতির পিতার দেখানো পথ ধরেই আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলে।' তিনি বলেন, 'আমাদের সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রণয়ন করা হয়েছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন' ২০৪১, যেখানে 'স্মার্ট নাগরিক', 'স্মার্ট সরকার' 'স্মার্ট অর্থনীতি' এবং 'স্মার্ট সমাজ'- এই চারটি মূল ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ প্রতিরোধে ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করে। আইনটি প্রণয়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য তথা ভোক্তা অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্বচ্ছ ও নিরাপদ ব্যবহার ভোক্তা অধিকার সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য। অধিদফতর কর্তৃক গৃহীত ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর প্রচার ও প্রচারণার ফলে জনগণ তথা ভোক্তা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। ফলে ভোক্তার অধিকার আদায়ে অভিযোগের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে অধিদফতর কর্তৃপক্ষ সফলভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।'

তিনি বলেন, 'কেনাকাটা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন এখন অনেক কিছুই ডিজিটাল বা অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে এবং প্রতিদিন এ খাতে ভোক্তাদের ঝুঁকির নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। তাই অনলাইন কেনাকাটা বা আর্থিক লেনদেন যেন স্বচ্ছ হয়, এখানে যেন কোনো ধরনের প্রতারণা বা অনিয়ম না হয় এবং গ্রাহকরা যেন তাদের ন্যায্য অধিকার পান, সে বিষয়ে সকল ব্যবসায়ী ও ভোক্তা প্রত্যেকেই নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি দায়িত্বশীল হতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, 'আইনের সঠিক প্রয়োগের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উৎপাদক, বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে নিষ্ঠার সঙ্গে যথাযথ ভূমিকা রাখবে।' তিনি বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে : সেতুমন্ত্রী

বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে, সিন্ডিকেট ভাঙবেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার, ১৫ই মার্চ দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সভায় তিনি একথা বলেন। পরিবহনে চাঁদাবাজী বন্ধেও সরকার তৎপর রয়েছে দাবি করে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'ক্ষমতায় যেতে না পারা, সরকার পতন আন্দোলনে ব্যর্থরাই বাজারে সিন্ডিকেট করছে কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সরকারের দায়ীত্বশীল ব্যক্তিদের বিব্রতকর বক্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত।' এসময় সরকার পরিবর্তন চাইলে বিএনপিকে আরেকটি নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে বলেও জানান তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'সরকার পরিবর্তনের দিবা স্বপ্নে নিয়মিত অবাস্তব কথার বুলি উড়ায় বিএনপি।' তিনি বলেন, 'ড. ইউনূসকে হয়রানি করা হচ্ছে না, আইনি প্রক্রিয়া চলছে, এতে কারো সঙ্গে সম্পর্কের প্রভাব পড়বে না।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ভোক্তার অধিকার লঙ্ঘনের তুলনায় অভিযোগ নগণ্য

পণ্য কিনতে কিংবা সেবা পেতে গিয়ে প্রতারিত হলে ভোক্তাদেরও আছে প্রতিকার চাওয়ার অধিকার। এজন্য আছে সরকারের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। দেশের যে কোনো নাগরিক নির্দিষ্ট প্রমাণসাপেক্ষে অধিদফতরে অভিযোগ করতে পারেন। তবে প্রতিদিন দেশে যত সংখ্যক মানুষ এ অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হন সে তুলনায় অভিযোগ দেন খুব কম সংখ্যক মানুষ। অনেকে বিষয়টি নিয়ে জানেনই না। আবার কেউ জানলেও কখনো প্রয়োগ করেননি।সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে যে হারে ভোক্তার অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, সে তুলনায় এখন পর্যন্ত অভিযোগের সংখ্যা অনেক কম। আবার অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও আছে ধীরগতি। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ব্যাপ্তিও এখন বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বাড়াতে হবে ভোক্তা অধিদফতরের কার্যক্রম। এছাড়া প্রতারণা কমাতে জনসচেতনতা আরো বাড়াতে হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে যেসব কাজ 'ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে সেগুলো হলো, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত আদায়, বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন না থাকা, নোংরা পরিবেশে মানহীন ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও পরিবেশন, পণ্যে ভেজাল, ওজনে কম দেওয়া, বেশি দাম নেওয়া, ত্রুটিপূর্ণ পণ্য, ক্রেতার সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ ও মজুদদারি। দেশে অহরহ এমন ঘটনা ঘটলেও এ আইনের আওতায় অভিযোগ করা হচ্ছে কম।

ভোক্তা অধিদফতরের তথ্য বলছে, ২০০৯ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ভোক্তাদের কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে এক লাখ ২৩ হাজার ৭৫৩টি। অর্থাৎ ১৫ বছরে সারাদেশ থেকে এ সংখ্যা। এর মধ্যে এক লাখ ২১ হাজার ৩৬০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। বাজারে যে অহরহ প্রতারণা হচ্ছে তার একটি প্রমাণ মেলে ২০০৯-১০ থেকে এ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অধিদফতরের ৭২ হাজার ৯৩৭টি বাজার তদারকির তথ্য বিশ্লেষণে। কারণ এসব অভিযানে এক লাখ ৭০ হাজার ৯০৮টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি অভিযানে দুই বা ততধিক অপরাধের প্রমাণ মিলেছে। এ সময়ে মোট ১২০ কোটি ২৭ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে অধিদফতর। এসব বিষয়ে কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ক্যাব-এর সভাপতি গোলাম রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমাদের ভোক্তারা অধিকার সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন নন। এখন যে আইনটা আছে তার ফলে মানুষের সচেতনতা কিছুটা বেড়েছে। তারপরও দেশে যে হারে ভোক্তার অধিকার লঙ্ঘন হয় তার তুলনায় এখন পর্যন্ত অভিযোগের সংখ্যা অনেক কম। জনসচেতনতা আরো বাড়াতে হবে।’ দেশে ভোক্তা পরিস্থিতির এমন প্রেক্ষাপটে শুক্রবার, ১৫ই মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্বের অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালনে নানান আয়োজন করেছে ভোক্তা অধিদফতর। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য রাখা হয়েছে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি, ভোক্তার স্বার্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করি’। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ভোক্তাদের সুবিধা দিন, আপনারাও সরকারের সুবিধা পাবেন : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'আপনারা ভোক্তাদের সুযোগ দিন। কম দামে পণ্য নিশ্চিত করুন, তাহলে আপনারাও সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবেন।' শুক্রবার, ১৫ই মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সভায় আরো ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ। এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরো জানান, 'আগামি সপ্তাহে ভারত থেকে পেঁয়াজের প্রথম ট্রাক আসবে। ইচ্ছা ছিল রমজানের আগে এ পেঁয়াজ দেশে আনার। নানা কারণে হয়নি। তবে আগামী সপ্তাহে প্রথম ট্রাক বাংলাদেশে ঢুকবে। পর্যায়ক্রমে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ দেশে আসবে।' বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাজার ব্যবস্থাপনা যারা করেন তাদের সহযোগিতা চাই। ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতে হবে। অল্প সময় হলো এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছি। এ সময়ে মধ্যে চেষ্টা করেছি রমজানে পণ্যগুলোর দাম নিয়ন্ত্রণ করতে। তেলের দাম কমিয়েছি। ডাল, ছোলা, চিনি বাজারে আছে। কিছু কৃষিপণ্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ে আমরা খোঁজ নিচ্ছি, সাপ্লাই চেইন শক্তিশালী করতে কাজ করছি।' তিনি বলেন, 'কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি বিপণন অধিদফতরকে আরো শক্তিশালী করতে কাজ করছি। তারা পণ্যের খুচরা ও পাইকারি মূল্য নির্ধারণ করবে।' তিনি বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ীদের কোনো কিছু চাপিয়ে

দিতে চাই না। এই রমজানে অনেক ব্যবসায়ী এবং কোম্পানিরা মিল গেট প্রাইজে পণ্য বিক্রি করছে, যাতে ভোক্তারা অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এ সরকার এক কোটি পরিবারের প্রায় চার কোটি মানুষকে টিসিবির পণ্য দিচ্ছে, যাতে স্বস্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষ রমজান পার করতে পারে। আগামীতে টিসিবির মাধ্যমে নিত্যপণ্যের বাফার গোডাউন করে ডিলারদের মাধ্যমে বিক্রি করব সাশ্রয়ী মূল্যে। সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।' অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ক্যাবের সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, 'নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কোনো শুল্ক-কর থাকার দরকার নেই। এছাড়া সরকারের এমন প্রয়োজনীয় পণ্য ২০-২৫ শতাংশ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া আমাদের পণ্যে আমদানি চাহিদা ও জোগান নিয়ে সঠিক তথ্য নেই। সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু পণ্যমূল্য নিশ্চিত সম্ভব নয়।' এফবিসিসিআই-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি আমিন হেলালী বলেন, '২০৪১ সালে টেকসই উন্নয়নের রোডম্যাপে যেতে গেলে সব প্যারামিটারে উন্নয়ন করতে হবে। সে জায়গায় ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের পাশাপাশি অন্যদের সে জন্য কাজ করতে হবে। বেসরকারি খাত ও ভোক্তাদের সচেতন হতে হবে। প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে আবার সবাইকে নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'দ্রব্যমূল্যের জায়গায় ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের বিষয় বেশি দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ নিচ্ছে। এদিক থেকে বেসরকারি খাতকে সচেষ্ট হতে হবে। অনেক আইন হয়েছে। অর্থনীতি বড় আকার ধারণ করেছে, সে কারণে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করতে হবে। সব ক্ষেত্রে আইনের কঠিন প্রয়োগ করতে হবে। আমরা আইন অমান্যকারী ব্যবসায়ীর পক্ষে নই।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন ১০ বিশিষ্ট ব্যক্তি

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ২০২৪ সালের স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন। শুক্রবার, ১৫ই মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এবার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে একজন, চিকিৎসা বিদ্যায় একজন পুরস্কার পাচ্ছেন। এছাড়া সংস্কৃতিতে একজন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে একজন এবং সমাজসেবায় তিনজন রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ এ পদক পাচ্ছেন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন কাজী আব্দুস সাত্তার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক, মরণোত্তর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আবু নঈম মোঃ নজিব উদ্দীন খাঁন, মরণোত্তর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্যাটাগরিতে ড. মোবারক আহমদ খান, চিকিৎসা বিদ্যায় ডা. হরিশংকর দাশ স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। সংস্কৃতিতে মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে ফিরোজা খাতুন এ পুরস্কার পাচ্ছেন। সমাজসেবা/জনসেবা ক্ষেত্রে পুরস্কার পাচ্ছেন অরণ্য চিরান, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী এবং এস এম আব্রাহাম লিংকন। এটি দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতি বছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। স্বাধীনতা পুরস্কারের ক্ষেত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পাঁচ লাখ টাকা, ১৮ ক্যারেট মানের ৫০ গ্রাম স্বর্ণের পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হবে।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

মাছ-মাংসসহ ২৯ নিত্যপণ্যের দাম বেঁধে দিলো কৃষি অধিদফতর

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে মাছ-মাংসসহ ২৯টি নিত্যপণ্যের দাম বেঁধে দিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদফতর। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এই দাম অনুযায়ী পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করতে কাজ করবে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'কৃষি বিপণন আইন ২০১৮-এর ৪-এর ঝ ধারার ক্ষমতা বলে কৃষি বিপণন অধিদফতর কৃষি পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করেছে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত দামে কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের অনুরোধ করা হলো। নতুন এ দাম তিনটি স্তরে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। একটি পণ্য উৎপাদক পর্যায়ে সর্বোচ্চ দাম, পাইকারি বাজারে এবং ভোক্তাপর্যায়ে খুচরা দাম কতো হবে সেটা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন বেঁধে দেওয়া দাম অনুযায়ী, পাইকারি বাজারে ছোলার দাম সর্বোচ্চ সাড়ে ৯৩ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে ৯৮ টাকা দরে বিক্রি করা যাবে। মসুর ডালের খুচরা পর্যায়ে দাম হবে ১৩০ টাকা ৫০ পয়সা এবং মোটা দানার মসুর বিক্রি হবে ১০৫ টাকা ৫০ পয়সায়। খেসারি ডালের খুচরায় সর্বোচ্চ দাম হবে ৯৩ টাকা। এছাড়া মাসকালাই ১৬৬ টাকা ৫০ পয়সা এবং মুগডাল খুচরা বাজারে সর্বোচ্চ ১৬৫ টাকা দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি কেজি গরুর মাংসের সর্বোচ্চ খুচরা দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৬৪ টাকা। এছাড়া ছাগলের মাংসের দাম ১ হাজার ৩ টাকা। আর মাছের মধ্যে চাষের পাঙাশের খুচরা দাম ১৮১ টাকা ও কাতলা মাছের দাম সর্বোচ্চ ৩৫৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ব্রয়লার মুরগি ১৭৫ টাকা ও সোনালি মুরগি ২৬২ টাকা দরে কিনতে পারবেন ক্রেতারা। এছাড়া প্রতি পিস ডিমের দাম হবে সর্বোচ্চ সাড়ে ১০ টাকা। প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৫ টাকা এবং রসুন ১২০ টাকা ও আদা ১৮০ টাকা দরে বিক্রি হবে। এছাড়া শুকনো মরিচের সর্বোচ্চ দাম হবে ৩২৭ টাকা এবং কাঁচা মরিচ ৬০ টাকায় খুচরা বাজারে কিনতে পারবেন ক্রেতারা। অন্যদিকে সবজির মধ্যে বাঁধাকপি ও ফুলকপি ৩০ টাকা, প্রতিকেজি বেগুণ ও সিম ৫০ টাকা ও আলু সাড়ে ২৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি কেজি টমেটো ৪০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ২৪ টাকা খুচরা মূল্য বেঁধে দিয়েছে সংস্থাটি। অন্যদিকে বাজারে প্রতি কেজি জাইদী খেজুর ১৫৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া সাগর কলার হালি

খুচরায় ৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া চিড়ার খুচরা দাম ৬০ টাকা, বেসন ১২১ টাকা বেঁধে দিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদফতর। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ঈদ সামনে দেড়শ কোটি টাকার জামদানি বিক্রির আশা

হাত দিয়ে সুতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে চলছে বুনন কাজ। দম ফেলার যেন ফুসরত পাচ্ছেন না কারিগররা। প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে এ ব্যস্ততা চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। কোনো কোনো সময় ঘড়ির কাঁটা ১০ পেরিয়ে ১১ কিংবা ১২টা পর্যন্তও চলে যায়। পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই এমন ব্যস্ততা চলছে। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়া এলাকার জামদানি পল্লিতে এমনই দৃশ্য দেখা গেছে। ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে ১৫০ থেকে ১৬০ কোটি টাকার বেচাকেনা হতে পারে বলে ধারণা করছেন জামদানি সংশ্লিষ্টরা। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিসিক জামদানি শিল্প নগরীর আওতায় যে শিল্পনগরী আছে সেখানে সবমিলিয়ে প্লট হচ্ছে ৪০৭টি। উদ্যোক্তা রয়েছেন ৪০৭ জন। সবমিলিয়ে তাদের এক হাজার ৬৬৫টি তাঁত রয়েছে। এসব তাঁতকে ঘিরে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষের। নিজ হাতেই তাদের সব কাজ করতে হয়। এখানে মেশিনের কোনো কাজ নেই।

২০-২২ বছর ধরে জামদানি পল্লিতে শাড়ি বুনন করে আসছেন মাইদুল ইসলাম। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, 'সামনে ঈদ। এজন্য আগের তুলনায় কাজের চাপ অনেক বেড়েছে। সবসময় কাজের ওপর থাকতে হচ্ছে। বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ নেই।' কারিগর নাদিম বলেন, 'আমি প্রায় ১৭ বছর ধরে জামদানি শাড়ি বুনে আসছি। প্রতিবছর ঈদ সামনে কাজের চাপ বেড়ে যায়। এবারো কাজ বেড়েছে। আমরা চাই কাজ বাড়ুক। কাজ বাড়লে মালিক, মহাজন, শ্রমিক আমরা সবাই ভালো থাকি।' জামদানি পল্লিতে কাজ করেন শামীম। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, 'আগে সকাল ৯টা বাজে আসতাম। এখন প্রতিদিন ভোর ৫টায় আসতে হয়। আগে সন্ধ্যার পরেই বাসায় চলে যেতাম। এখন বাসায় ফিরতে হয় কখনো ১০টা কখনো ১১টায়। এখন কাজের চাপ বেড়েছে।' জুনায়েদ জামদানি তাঁতঘরের মালিক রুহুল আমিন জাগো নিউজকে বলেন, 'ইন্ডিয়ান জামদানির কারণে আমাদের বাজার নষ্ট হচ্ছে। তারা মেশিনের মাধ্যমে জামদানি বোনেন। যে কারণে তাদের খরচ কম হয়। তারা কম দামে বিক্রি করতে পারেন। যেটা আমরা পারি না। তারা একটি শাড়ি দুই হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারে। কিন্তু আমাদের একটি জামদানি শাড়ি বুনতেই দুই হাজার টাকার সুতা লাগে। আমরা সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার টাকার নিচে একটি শাড়ি বিক্রি করতে পারি না। সর্বোচ্চ এক থেকে দেড় লাখ টাকা।' তিনি বলেন, 'আগে প্রতিমাসে ১০০ শাড়ি বিক্রি হলেও এখন ইন্ডিয়ান শাড়ির কারণে আমাদের বেচাকেনা অর্ধেকে নেমে গেছে। আগে ঈদ সামনে আমাদের বেচাকেনা অনেক ভালো ছিলো। এখন তুলনামূলক অনেক কম।' কথা হয় শাহ আলম নামের একজনের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমি জামদানি পরিবারের সন্তান। এখন অনলাইনেও দেখি জামদানি বিক্রি হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অনেকেই জামদানি শাড়ি চেনেন না। ইন্ডিয়ার মেশিনের তৈরি শাড়ি জামদানি বলে চালিয়ে দিচ্ছে। আসলে এটা জামদানি শাড়ি না। আসল জামদানি শাড়ি কিনতে হলে বিসিকে আসতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের জামদানি শাড়ি বিদেশে রফতানি হচ্ছে। ঈদকে কেন্দ্র করে আমাদের এখন নতুন নতুন কালেকশন তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন শাড়িও হচ্ছে। এখন পল্লিতে এলে ভালো শাড়ি পাওয়া যাবে।' রূপগঞ্জ জামদানি শিল্পনগরী কার্যালয়ের কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, 'এখানে সব রকমের উদ্যোক্তা আছে। কারো বেচাকেনা বেশি হয়, কারো কম। সবমিলিয়ে কত বেচাকেনা হয় তার নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে ধারণা করা যায়, যাদের ১৫-২০টির মতো তাঁত আছে তাদের রমজান ও ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে এক থেকে দেড় কোটি টাকার শাড়ি বিক্রি হবে। আর যাদের তাঁত সংখ্যা কম তাদের একটু কম হবে। সবমিলিয়ে আমাদের জামদানি শিল্পনগরীতে এবার ১৫০ থেকে ১৬০ কোটি টাকার বেচাকেনা হবে বলে আশা করছি।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

২৫ রমজানের আগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দেওয়ার দাবি

আগামী ২৫ রমজানের ভেতর সব গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন-বোনাসসহ বকেয়া পরিশোধের দাবি জানিয়েছে ঢাকা পোশাক প্রস্তুতকারী শ্রমিক সংঘ। শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে এ দাবি জানান শ্রমিক নেতারা। সংগঠনের সভাপতি আহমেদ সুজনের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম মানিক, সহসভাপতি খলিলুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক সৌরভ, সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক সংঘের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল হানিফ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, 'পবিত্র রমজানে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে শ্রমিক পরিবারগুলো দিশেহারা। তারা সারাদিন রোজা রাখার পর সুষম খাবার খেতে পারছে না। তাছাড়া অধিকাংশ কারখানায় এখনো শ্রমিকদের ডিউটির পরও কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাই ২৫ রমজানের পূর্বে সব বকেয়াসহ বেতন ও বোনাস পরিশোধ করতে হবে।' এসময় তারা ৭দফা দাবি জানান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

শিশুদের সুরক্ষায় কাজ করছে সরকার : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, 'শিশুদের সুরক্ষায় সরকার কাজ করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যতটি প্রোগ্রাম আছে তার অধিকাংশই শিশুদের নিয়ে। শিশু পরিবার, মূক ও বধির বিদ্যালয়, শেখ রাসেল শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রসহ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই শিশুদের নিয়ে কাজ করছে।' বৃহস্পতিবার, ১৪ই মার্চ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ

সমাজসেবা অধিদফতরে সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও নতুন শিশু সুরক্ষা সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিসেফ বাংলাদেশের ওআইসি প্রতিনিধি এমা ব্রিগাম, ইউনিসেফ বাংলাদেশের শিশু সুরক্ষা প্রধান নাতালি ম্যাক কলি ও সিএসপিবি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ সারোয়ার হোসেন। মন্ত্রী বলেন, 'শিশু সুরক্ষায় সমাজকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের কাজ কমিউনিটি ভিত্তিক হবে। কোনো শিশু অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে কি না, শারীরিক মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কি না, তা শনাক্ত করা হবে।' দীপু মনি বলেন, 'আমাদের শহরগুলোতে অনেক শিশু রাস্তায় বসবাস করে। অনিরাপদ পরিবেশে বসবাস করে। কাজেই এসব শিশুদের সুরক্ষা, তাদের অধিকার সংরক্ষণ এ বিষয়গুলোতে কাজ করতে হবে।' দেশের শিশুদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ ও সুরক্ষা নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'গ্রামে শিশুরা সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে থাকে। সেই সমাজকাঠামো শিশুর সুরক্ষায় একটা কবচ হিসেবে কাজ করে। শহরের ক্ষেত্রে তা ভিন্ন। এখানে নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সঙ্গীর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার। নারীর সঙ্গে সঙ্গে তার শিশুও অনিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠে। গ্রামে যৌথ পরিবার কাঠামোটা নারীর সুরক্ষার রক্ষাকবচ তৈরি করে। এখানে শহুরে পরিবেশে তেমন কেউ এগিয়ে আসে না। গ্রামে শিশুদের শারীরিক মানসিক নির্যাতনের ঘটনা কম ঘটে। শিশুরা কোন অনিরাপদ পেশায় বা অনিরাপদ জীবনযাপন করছে, এগুলো অধিকাংশ ঘটে শহরে, গ্রামে ঘটে না। এ ধরনের সমস্যাগুলো শহরকেন্দ্রিক। তাই শহরে শিশু সুরক্ষায় অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিশু সুরক্ষা সমাজকর্মীদের কাজ করতে হবে।' এরপর মন্ত্রী প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের হাতে সনদ তুলে দেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.০৩.২০২৪ প্রতীক)

BBC

ISRAEL SAYS IT PLANS 'HUMANITARIAN ISLANDS' FOR GAZA DISPLACED

Some 1.4 million people are sheltering in the southern city after fleeing the fighting between Israeli troops and Hamas in northern and central areas. It is not clear what the "islands" will look like, or how they will operate. But the military suggested that aid and temporary housing would be provided. No timeframe has yet been given about when the operation could happen. The UN and US have warned that a full-scale assault in Rafah could be disastrous. Israel has repeatedly signaled its need for such an operation, insisting Hamas cannot be fully removed in Gaza without targeting Rafah. (BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

AUSTRALIAN FARM GROWS WORLD'S BIGGEST BLUEBERRY

Picked in November and stashed in a freezer since, the monster was almost 4cm wide and weighed in at 20.4g - about 10 times the average blueberry. The title was previously held by a 16.2g berry grown in Western Australia. The specimen is of a new variety developed by the Costa Group, to meet consumer demands for larger berries. Brad Hocking says the Eterna breed consistently yields huge fruit, but recent growing conditions had sparked a bumper crop at their farm in Corindi in northern New South Wales. His team had noticed some promising berries on the trees but were shocked and "stoked" when they were weighed.
(BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

PALESTINIAN PRESIDENT APPOINTS LONG-TIME ADVISER AS PRIME MINISTER

Mr Mustafa, a US-educated economist and former senior World Bank official, is a long-time adviser to the president. His predecessor, Mohammed Shtayyeh, resigned three weeks ago, citing the "emerging reality in the Gaza Strip". Mr Abbas is under pressure from the US to reform the PA so it can govern Gaza after the Israel-Hamas war ends. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu presented last month a vision for the territory that made no mention of any role for the PA. The Israeli military launched a large-scale air and ground campaign in Gaza after Hamas gunmen killed about 1,200 people in southern Israel on 7 October and took 253 other people hostages. Gaza's Hamas-run health ministry says at least 31,300 people have been killed in the territory since then. (BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

ELECTORAL BONDS: LOTTERY COMPANY AMONG INDIA'S TOP POLITICAL DONORS

Donations were made under an electoral bonds scheme that allowed anonymity for people and companies. Future Gaming and Hotel Services emerged as the largest donor, acquiring bonds worth at 13bn rupees ($156.7m, £123m) from April 2019 to January 2024. The ruling Bharatiya Janata Party (BJP) was the biggest beneficiary, securing almost half of the bonds worth 120bn rupees donated between 2018 and 2024. Prime Minister Narendra Modi's government had launched the electoral bonds scheme in 2018. While the government had claimed the scheme would make political funding more transparent, critics say it did the opposite instead and made the process more opaque. (BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

INDIAN WELLS: BEES SWARM COURT AS CARLOS ALCARAZ BEATS ALEXANDER ZVEREV

Umpire Mohamed Lahyani was forced to suspend play in the third game as the bees invaded the court in California. The match was delayed for one hour and 40 minutes before defending champion Alcaraz won 6-3 6-1. "For sure the most unusual match I have ever played in my career," Wimbledon champion Alcaraz said afterwards. "I saw some bees around, but I thought it was just a few of them. But I saw the sky and there were thousands flying, stuck in my hair, going to me. "It was crazy. I tried to stay away from them, but it was impossible. "I'm a little bit afraid of them. I had to stay safe, and I was running everywhere." The bees were particularly attracted to the Spidercam - a TV camera which moves above the court on cables.
(BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

O SONKO & BD FAYE: SENEGAL OPPOSITION LEADERS FREED DAYS BEFORE ELECTION

The two met thousands of their jubilant supporters in the capital, Dakar, after their release late on Thursday. Their release followed an amnesty announced by President Macky Sall. The elections are due to be held on 24 March after a failed bid to push them to December. "It's the most beautiful day of my life," one supporter of the released pair told the BBC. Mr Faye, 44, is one of the 19 candidates contesting the elections and is expected to start campaigning this Friday. He is vying through the Diomaye President coalition party. (BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

SQUID GAME ACTOR O YEONG-SU FOUND GUILTY OF SEXUAL MISCONDUCT

The 79-year-old was charged in 2022 with sexually assaulting a woman twice. The assaults took place five years earlier when O was staying in a rural area for a theatre performance in 2017, AFP reported the Seongsan Branch of the Suwon District Court as saying. O has said he will appeal against the verdict and has seven days to do so. The allegations were that he hugged a woman and kissed her on the cheek against her will, the Yonhap news agency reported. O has also been ordered to attend classes on sexual violence, it has been reported. According to AFP, judge Jeong Yeon-ju said the victim's records of the assault and her claims were "consistent ... and appear to be statements that cannot be made without actually experiencing them".
(BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

RUSSIA ELECTION 2024: VOTING BEGINS IN ELECTION PUTIN IS BOUND TO WIN

Ballots will be cast over three days, even though the result is not in doubt as he has no credible opponent. Polling stations opened in the Kamchatka Peninsula, Russia's easternmost region, at 08:00 local time on Friday (20:00 GMT on Thursday) and will finally close in the westernmost Kaliningrad exclave at 20:00 on Sunday. It was at a grand military awards ceremony last December that Vladimir Putin, 71, told the Russian public he would stand for the presidency for a fifth time. At the solemn event, held in one of the Kremlin's most opulent halls, Russia's leader of 24 years had just handed out top honors to soldiers who had taken part in Russia's "special military operation" in Ukraine. (BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

J CRUMBLEY: FATHER OF MICHIGAN SCHOOL GUNMAN CONVICTED OF MANSLAUGHTER

The trial heard that James Crumbley, 47, had ignored his son Ethan's mental health needs, buying him the handgun he used in the November 2021 attack. He and his wife - who was convicted on the same charges - now both face a maximum of 15 years in prison. The case is thought to mark the first time the parents of a mass shooter have been held criminally liable. The couple are scheduled to be sentenced on 9 April. The jury deliberated for just over a day after a nearly week-long trial. James Crumbley was in court on Thursday evening for the verdict and appeared to show little reaction as it was read out. (BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

UKRAINE WAR: EUROPE SPLIT CLOUDS MACRON TALKS WITH SCHOLZ IN BERLIN

The French leader has warned the "security of Europe and the French is at stake" and if Russia wins Europe's credibility will be "reduced to zero". But Mr Scholz has been far more cautious, ruling out the deployment of Germany's Taurus cruise missiles. Ukraine faces a critical arms shortage. The German chancellor has come under pressure to extend his government's help, because a $60bn (£47bn; €55bn) US military aid package for Ukraine has been blocked in Congress by Republicans on the right. (BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

F WILLIS CAN STAY ON D TRUMP GEORGIA ELECTION MEDDLING CASE IF LAWYER QUITS

Mr Trump and his co-defendants had alleged Fani Willis's relationship with Nathan Wade, who she hired, had compromised the integrity of the case. The judge disagreed - but said it did create an "appearance of impropriety". He said either Ms Willis or Mr Wade should leave the case to resolve that. In his ruling, Judge McAfee said Ms Willis had committed an "tremendous lapse in judgement" by engaging in an affair with Mr Wade, and also called her testimony last month "unprofessional". Mr Trump and his 18 co-defendants claimed the relationship created a conflict

of interest, saying Ms Willis benefited financially from the relationship. But Ms Willis and Mr Wade denied this - saying they split the cost of their holidays together.
(BBC Web page : 15.03.2024 Ali Ahmed)

::THE END::